যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।।

KRISHTI

BENGALI CULTURAL SOCIETY OF EDMONTON

www.krishti.ca

YOUR HOME YOUR DESIGN

SERVING EDMONTON AND SURROUNDING AREAS

BUILD YOUR DREAMS WITH US

We build custom homes with the highest level of quality, designed by you. We provide the highest level of the finishes while providing excellent customer service throughout the process, making your experience truly ***signature.***

With Maxworth, you can be confident that we will help make the home of your dreams become a reality.

If you are looking to start constructing the home of your dreams with Maxworth, call us today to start the process.

We are currently building in **Edmonton, Beaumont** and **Fort Saskatchewan** areas. We still have some Lots available, give us call to book your home now.

FOR MORE INFORMATION

www.maxworthhomes.com
Sales Manager: 780.722.2257
Site Manager: 780.914.7000

GEMINI

TOTAL SQUARE FEET : 2295, BEDROOMS : 3, BATHROOMS: 2.5

MAXWORTH *Signature* HOMES

KRISHTI
Bengali Cultural Society of Edmonton
Corporate Access No. 5020433156

15848 -13 Ave SW
Edmonton, AB T6W 2N5
www.krishti.ca
E-mail: info@krishti.ca
Phone: 780-964-9146

...Editorial...

"Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier."
...Mother Teresa

After nearly a year and a half of pandemic-related restrictions, it feels almost daring to have hope. To look at a future that's still so uncertain but choose to be optimistic. To believe the worst is behind us. And to trust that, together, we can start over – may be even better than before.

We can feel this hope because we know the strong supportive members that **Krishti** is made of. We know what we can overcome as an organization because we've spent the past 18 months proving it. But even as the pandemic has caused disruption and upset, it hasn't been all bad. Even throughout the darkest days of the pandemic our youth volunteers did bottle drive campaign and stepped up to support cancer research in need by contributing matching fund from **Krishti**. We saw also overwhelming participation in our recent annual picnic at Devon, saw it in the donations and many active volunteers ensured they were ready to serve you in exciting ways as things evolved. So yes, **Krishti** members have earned the right to feel hopeful again and undoubtedly **Krishti** strongly believes in the slogan ***"Together we win".***

We sincerely thank all vounteers who work tirelessly in each event. Special thanks to the volunteers who raise fund through advertisement collections. Our sincere thanks go to small business communities of Edmonton, overseas and local writers, photographers and children who have enriched this year's magazine by contributing articles, photos and paintings.

Special thanks go to Hong Liang who helps us each year for compiling the contents together. "Enbridge" also deserves our special thanks for recognizing one of our members volunteering efforts.

A return to "normal" will look different for everyone. But as we learn from the past, and stay hopeful for the future , we are cofident we will overcome, because we know the goddess **"Ma Durga"** gives us courage to fight all evils and will be on our side in every step of the way.

2021 'Durga-Puja' Magazine Committee
'**Krishti**'...**where culture begins**
October 08, 2021

Current Executive Committee Members

President: Ranjan Chowdhury ∞ **Vice President:** Samarendra Maiti ∞ **General Secretary:** Sanjay Upadhyay ∞ **Treasurer:** Sneegdha Laha
Cultural Secretary: Shipra Chowdhury ∞ **Sports Secretary:** Rajib Sikder ∞ **Youth Secretary:** Ritvik Das
Ex-Officio: Sreepati Dey

Contents

Features

03 Editorial
07 Aami Aamropaali.. *Arnab Mukherjee*
08 Sundorbone Bibhrat .... *Tridip Kumar Chattopadhyay*
11 Robi Thakurer Kanika .... *Samrendra Nath Maiti*
14 Station .... *Bithi Chattopadhyay*
14 Kichhu Shobdo Ure Jaai........................... *Syed Shamsul Haque*
14 Kicchui Ghote Naa....................................... *Habibullah Siraji*
15 Attention Without Judgement .... *Shahshwata Ghosh*
15 Agomoni .... *Nishant Das Choudhury*
16 Brishti... .... *Rafique Azad*
16 Swadesh .... *Belal Chowdhury*
16 Khomahin Sei Krodh ....*Dilara Hafiz*
17 Shoto Roope Durgapujo .... *Deepika Ghosh*
19 Bidyote Anen iti Ved ....*Shekhar Kumar Sanyal*
45 Drawings
47 List of Members
51 Wall of Donors

KRISHTI

BENGALI CULTURAL SOCIETY OF EDMONTON

DISCLAIMER:

Every precaution has been taken to prevent errors or omissions and, therefore, no liability will be assumed by "*Krishti-Bengali Cultural Society of Edmonton*" for damages caused to anybody by such errors or omissions in the preparation and printing of this Durga Puja 2021 magazine. Also, *Krishti* is not responsible for inaccuracy of any information and will not take part in any controversy arising as a result of the articles, advertisements or any other items published in Durga Puja 2021 Souvenir Magazine. The user may verify the validity from the original source of the information.

DURGA PUJA
GREETINGS AND BEST WISHES
IN LOVING MEMORY OF:
RATNA DAS
A BELOVED WIFE AND MOTHER.
AUGUST 15, 1950 - NOVEMBER 17, 2018.
FROM:
DAYAL (HUSBAND)
DEBARSI & DEBRAJ (SONS)
ALYSHAH (DAUGHTER-IN-LAW)

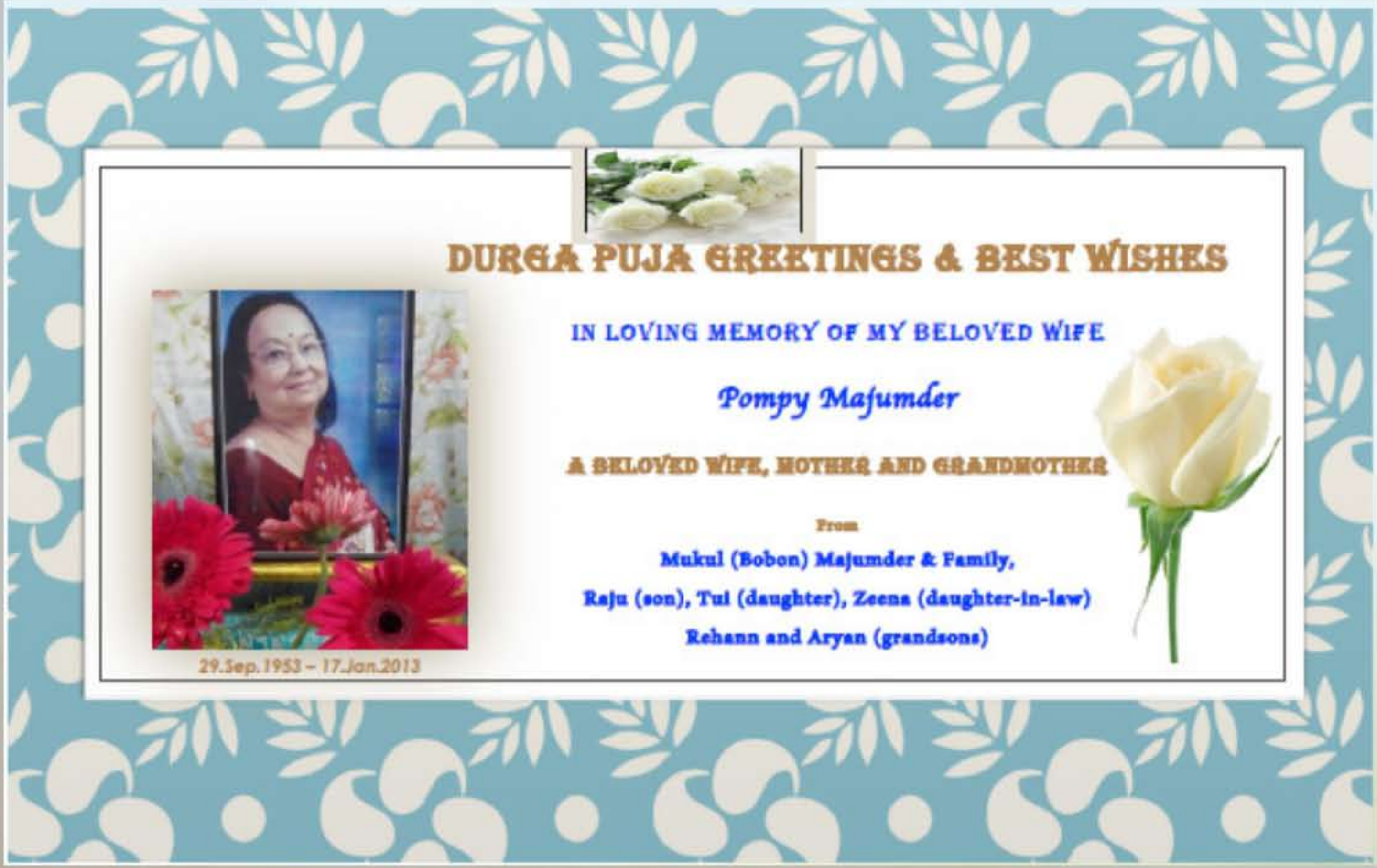

We pray Goddess Durga to give us strength in whatever we do, to guide and protect us all wherever we go. May Maa DURGA bless us all with strength and courage to fight all evils including this current pandemic in our life...

আমি আম্রপালি

অর্ণব মুখার্জী

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি,
মুন্ডিত মস্তক, পরনে কুঞ্চিত বস্ত্র, ভিখারিনী,
পালিতা মাতা হরিবালা, পিতা মোর শ্রীনাথ মালী,
আমি নগরনটি, রুপোপজীবিনী, আমি আম্রপালি,

জারজ বলে খ্যাতি মোর,
কেউ বলে মহানাম নাকি পালন পিতা মোর,
শরীরে অদৃশ্য চিহ্ন, লিচ্ছবি গোষ্ঠির কোন রাজপুরুষ লালসার,
জন্মের সাথে সাথেই, কোন এক গভীর রাতে,
ত্যাজ্য করি ফেলে দিয়েছিলে, কোন আম্রশাখার প্রান্তে,

অজ্ঞাতকুলশীলা, আভিভাবকত্বহীনা, রূপময়ী কিশোরী থেকে যৌবন,
বয়ো:বৃদ্ধিতে রুপের ঐশ্বর্য্যে অনিন্দসুন্দরী, মোহময়ী কামিনী,
সে কী দোষ আমার ?

নই আমি শকুন্তলা, আসেনি আমার জন্য কোন দুষ্মন্ত,
হয় নি আমার কেউ, গোপনে পাণিপ্রার্থী,
একধিক ভদ্রবেশী রাজ, মন্ত্রীপুত্র, বণিক,
লালসা কামনার বশে, সাধের বৈশালী হল রণক্ষেত্র !!

আর নগরপাল, একি বিধান তোমার?
নগররক্ষক হয়ে, তুমি কিনা দিলে এই বিধান ?
তোমার গণরাজ্য বৈশালীতে !!
একটি অসহায় নারীকে স্থান দিলে, গণভোগ্যায় ?

বাহ্ সমাজের পুরুষ !
তোমরা নারীকে চাও, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে,
আবার সেই নারীকেই, অতীব সুন্দরী বলে,
নিজ স্ত্রীর রত্ন দিতে করো, অস্বীকার ?

হে বৈশালীমাতা, তোমার মাটিতে,
এ যে চরম অসম্মান ! তুমি ও কি হয়েছিলে,
এই নিয়মের বলিতে, লাঞ্ছিতা ?
পিতা, তুমি হয়ো না ক্রুদ্ধ, বিচলিত,
তবে পাচঁটি শর্তে, এই সিদ্ধান্তকে করব আমি শিরধার্য,

আমি ও যে নারী, সীতা, অহল্যা, দ্রৌপদী ,
তোমরাও তো হয়েছিলে লাঞ্চিতা ?
তবে আমার বেলায়, আমি কেন হলাম গণভোগ্যা ?
আমার সর্বাঙ্গ সৌন্দর্যতাই, কী আমার হল কাল ?
ছিন্নভিন্ন হোক নারী শরীর, এই কী পুরুষের দান,
শরীর ? সে তো বহিরাবরন,
মনের খোঁজটা রাখল, কয়জন ?

হে মগধপুত্র, বিম্বিসার !
তুমিও চাও নি আমায়, স্ত্রীরুপে গ্রহন করতে ?
ছদ্মবেশে এসে তুমি ও রাখলে, প্রণয়ের অবৈধ চিহ্ন !!
তোমার গোপন ঔরসে, গর্ভে ধারন করলাম, বিমল কৌণ্ডণ্যকে....
আবার জন্ম নিল, আরও এক জারজ,

ওগো আর্যাবর্ত, হে কুলশ্রেষ্ঠ ঋষিপুরুষ,
তবে তোমার পবিত্র দৃষ্টিতে, নেই কেন লালসার চিহ্ন ?
তুমি কেন বলো তবে, নারীর নিজস্ব স্বর থাকে ?
কোন তফাৎ থাকে না, যৌবনের সৌন্দর্যতার সাথে,
বার্ধক্যের পক্ককেশ আর শিথিলতায়,
মুক্তি তবে কোথায়? মহা নির্বাাণের পথে,
কৌলিন্য কী ঘুচবে তবে ? সবই নাকি অনিত্য ?

ধন্য তুমি, পুরুষ বটে, কত বিভেদ তব চিন্তায়,
এই বিপন্ন সমাজে, আমি দেহলোভ্য, আমি রূপজীবি,
অথচ নারী দেহের লোভের, তুমি তফাৎ খোঁজো না,
তুমি যে আর্যাশ্রেষ্ঠ মুনিবর, গৌতম বুদ্ধ,

হে মহান ভিক্ষুক, তোমার নির্মল পাদস্পর্শে,
নিষ্কলুষিত হলো আমার দেহ, মন,
আজ আম্রপালি নতুন পথের দিশারী পেল,
মুক্তির, এ যেন মোক্ষলাভের অনন্ত পথ।।

সুন্দরবনে বিভ্রাট

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

'দেখতে পাচ্ছেন দাদা? ওই যে খালের শেষ। একটানা লোহার জাল দিয়ে ঘেরা আছে পুরো জঙ্গল। বাঘ যাতে বেরিয়ে না আসতে পারে।'
'গুড। কিন্তু রবিন, এই রাস্তার এদিকটায় জাল কেন? এদিকে তো আর জঙ্গল নই, গ্রাম।'
'হ্যাঁ দাদা, সেইজন্যেই তো জাল। মানুষ বাঁচানোর জন্যে।'
'ঠিক বুঝলাম না ভাই!'
'দাদা, বাঘ ভয়ানক ধূর্ত জানোয়ার।' রবিন বলল, 'দেখলেন তো, জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে খাঁড়ি। মৌলেরা, জেলেরা জাল কেটে ডিঙি নিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে জঙ্গলে ঢোকে। মধুর চাক ভাঙে, মাছ-কাঁকড়া ধরে। আর কাটা জালের ফাঁক দিয়ে রাতের অন্ধকারে বড় মিয়াঁ নিঃশব্দে চলে আসে খাল পেরিয়ে। কাগজে পড়েননি? বছরদুয়েক আগে এই সমশেরনগরে ঢুকে মানুষ তুলে নিয়ে গেছিল!'
'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পড়েছিলাম।' সৈকতের গলা কেঁপে গেল, 'ত-তার---মানে...'
'হ্যাঁ দাদা। ওই ঘটনার পরে ফরেস্ট দপ্তর এই গ্রামের সাইডেও টানা জাল লাগিয়ে দেয়। অন্তত একটা প্রটেকশন তো হল। ভাগ্য ভালো, তারপর থেকে মারাত্মক কিছু আর ঘটেনি।'

'ইয়ে...তার মানে আমরা এই যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি...' সৈকতের গলা মুহূর্তে শুকিয়ে কাঠ। অতিকষ্টে চিঁ চিঁ করে বলল, 'এ-এটা ইয়ে টো-টোটালি ফ্রি জোন। ধ-ধরো...এখনই যদি ওই জালের ফাঁক দিয়ে...একটা ডোরাকাটা...'
ছন্দা সৈকতের হাত চেপে ধরেছে। অদ্রীশের চোখ ঠেলে বেরোচ্ছে। অনুপম ফিসফিস করে বলল, 'ভ-ভাই রবিন! না-না, ইয়ে আমাদের...মানে বুঝছ তো...আমরা শহরের লোক...চ-চলো ভাই, চলো। ক-কাল সকালে নাহয় আরেকবার আসা যাবে।'

রবিন হেসে উঠল। বলল, 'না না দাদা, অত ভয়ের কিছু নাই। আমরা যেমন বাঘকে ভয় পাই, বাঘও মানুষকে কিছু কম ভয় পায় না। আমরা এতজন একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, সে যদি বনের ভিতর থেকে আমাদের দেখেও থাকে, রিস্ক নেবে না। তারও জানের ভয় আছে।...আচ্ছা দাদা, চলুন, ফেরা যাক।'
তার আগেই অবশ্য অদ্রীশ, অনুপম, ছন্দা, সৈকত হনহন করে বাঁধের সরু পথ ধরে ফিরতি হাঁটা শুরু করেছে। ওদের ঘিরে হাঁটছে রবিন, ইয়াকুব, জামাল...মোট জনাসাতেক মানুষ।

তপন বাইন সৈকতের খুব ঘনিষ্ঠ, ছোট ভাইয়ের মতো। মধ্যমগ্রামের একই সুকলে অনেকদিনের সহকর্মী। গরিব ঘরের ছেলে তপন। সুন্দরবনের কোর এরিয়ার কাছে গোবিন্দকাটি সুকল থেকে পাশ করেছে। স্কলারশিপ পেয়ে লেখাপড়া চালিয়ে গেছে। এখন জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভোলেনি নিজের অঞ্চলকে। সুকল তার ভালোবাসার জায়গা।
প্রতিবছর সুকলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সে ডোনেশন তোলে। সেই টাকায় বড়দিনের সময়ে বেশ ঘটা করে সাহিত্য-গানের অনুষ্ঠান করে। গরিব ছাত্রছাত্রীদের বই খাতা দেওয়া হয়। প্রতিবার একে তাকে ধরে একজন কবি বা সাহিত্যিককে নিয়ে আসে।
অনেকদিন ধরে সৈকতকে তপন ডাকছিল, 'দাদা, একবার চলেন। দেখে আসবেন আমাদের বাদা এলাকা কতখানি বদলে গেছে। দেখবেন, কীভাবে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি! আমাদের দ্বীপে কারেন্ট এসে গেছে, আলো ঝলমল, অন্ধকার নাই। আমাদের সুকলের ছেলেমেয়েরা কয়েকবছর খুব ভালো রেজাল্ট করছে। ওরা গান করে, আবৃত্তি করে, কবিতা-গল্প লেখে। প্রতিবছর সুভেনির বার হয়।'
তপনকে সৈকত জানিয়ে দিয়েছিল, এবার ওরা যাচ্ছে। সঙ্গে যাচ্ছে স্ত্রী ছন্দা আর কলেজের দুই বন্ধু অনুপম আর অদ্রীশ। অদ্রীশ আবার নিজে পাঠ্য বই-টই লেখে। প্রকাশকদের সঙ্গে ওঠাবসা আছে। প্রতিবছর ওরই চেষ্টায় গোবিন্দকাটি সুকলের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বেশি কমিশনে বই পাওয়া যায়।

সকাল দশটায় ওরা চারজনে এসে পৌঁছেছে হাসনাবাদ। তপনের চেলা রবিন ওদের জন্যে নদীর পাড়ে অপেক্ষা করছিল। প্রথমে ইচ্ছামতী পেরিয়ে হাসনাবাদ থেকে অটোতে হিঙ্গলগঞ্জ...ভটভটিতে আরো দুটো নদী পেরিয়ে লেবুখালি, দুলদুলি, হেমনগর হয়ে যোগেশগঞ্জ ঢুকেছে আড়াইটে নাগাদ।
দুটো ঘরে ওদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। মালপত্র রেখে রবিনের সঙ্গে চার অতিথি সপাসপ চিংড়ি আর ভেটকির ঝোলভাত সাঁটিয়েছে। তারপরেই তড়িঘড়ি ছুটেছে জঙ্গল দেখতে। ওদের জন্যে লঞ্চ অপেক্ষা করছিল। বাকি প্যাসেঞ্জাররা আগেই উঠে পড়েছে।
তখন বিকেল হয়ে এসেছে। প্রথমে খাল দিয়ে মূল নদী। তারপর দেখতে দেখতে অথৈ জল। চতুর্দিক থেকে খাল, নদী এসে মিশেছে। একদিকে আবছা পাড়, অপরদিকে গাঢ় সবুজ সুন্দরবন। নদীর ঘোলা জলে লালচে আভা দুলছে। হেতাল কেওড়া গরান সুন্দরীরা হেলে আছে, জল আছড়ে পড়ছে তাদের গায়ে। মাঝে মাঝে খাঁড়ি, ভেতরে সরু সরু খাল ঢুকে গেছে।

'ওই যে দ্যাখেন দাদা। এই করে এরা মরে!' রবিন বলে উঠল, 'কিন্তু কী আর করবে! পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।'
একটু এগোতে দেখা গেল, একটা ডিঙি নৌকা গভীর বনের খাঁড়ির ভিতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে। খালি গা দুটো মানুষ ছোট ছোট জাল ছুঁড়ছে ভাটার টানে বেরিয়ে আসা জলস্রোতে। প্রচুর মাছ খলবল করছে।
লঞ্চের আওয়াজে মানুষ দুটো ঘাড় ঘুরিয়ে একবার ওদের দেখল। তারপর ফের মাছ ধরতে থাকে।
যোগেশগঞ্জের ঘাটে তপনের মারুতি ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল। চা খেয়ে তাতে উঠে বসতেই রবিন বলল, 'আমাদের এখান থেকে খুব কাছেই বর্ডার। আমাদের ডিস্ট্রিক্টে সুন্দরবনের লাস্ট পয়েন্ট। বামদিকে দুই দেশের খুঁটি। ওপারে বাংলাদেশের খুলনা। ডানদিকে জঙ্গল। যাবেন নাকি দাদা?'

এককথায় ওরা নেচে উঠেছিল। তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি, এরকম যাচ্ছেতাই অবস্থায় পড়তে হবে। গাড়ি থেকে নেমে খুলনা দেখতে দেখতে ওরা দিব্যি হাঁটছিল চওড়া বাঁধানো রাস্তা দিয়ে। সমশেরনগর হাই স্কুল পেরোবার পরে ঢালাই বাঁধের ছ' ফুট পাকা রাস্তা। তখনও পর্যন্ত দুদিকের জাল ওরা কেউ খেয়াল করেনি। রবিনও কিছু বলেনি। তারপরেই ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল।...

এখন ঝিমঝিম করছে অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই, কৃষ্ণপক্ষ। তারার ফ্যাকাশে আলো। শুকনো খালের ওপারে থম মেরে আছে নিকষকালো পাহাড়ের মতো সুন্দরবন। ঝিল্লির অদ্ভুত ধ্বনি ভেসে আসছে বনভূমি থেকে। শুধু ওদের জুতোর মচমচ, আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে ওরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এগোচ্ছে। এক-একটা মুহূর্ত মনে হচ্ছে, এককে ঘন্টা। মনে হচ্ছে, এই বুঝি...এই বুঝি অতিকায় কোনো ডোরাকাটা গুঁড়ি মেরে উঠে আসছে পাশের খাল বেয়ে। এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপর!

গাড়িটা আর কতদূর? এতক্ষণ লাগছে কেন? কনকনে ঠান্ডা বাতাস দিতে শুরু করেছে। সর্বাঙ্গ শাল মুড়ি দিয়েও ঠকঠকানি কমছে না। রবিনের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। এখানে আসার জন্যে আমাদের নাচিয়ে দিলি, একবারও কিচ্ছু বললি না! কী বেয়াক্কেলে ছেলে! সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার, মোবাইলে কোনো সিগনাল নেই। রবিন বলেছে, এখানে টাওয়ার পাওয়া যায় না। বাঁধ পেরিয়ে রাস্তায় উঠলে তবেই পাওয়া যাবে।

দু-চারটে আলোর ফুলকি! দু-তিনজন লোকের গলা। মুহূর্তে ধড়ে প্রাণ এল। একসঙ্গে চারজনের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। যাক, একবার গাড়িতে উঠে পড়তে পারলে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু কপালের ফের! গাড়ির টায়ার পাংচার। এক্সট্রা টায়ার নেই। তাই যতক্ষণ না বাজার থেকে টায়ার সারিয়ে ড্রাইভার ফিরছে, ততক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। পাশের গ্রামের কয়েকজন ছেলে কুপি জ্বালিয়ে গাড়িটা পাহারা দিচ্ছে।

সৈকতের মোবাইল বাজতে শুরু করল! ওঃ, কী আনন্দ! টাওয়ার এসে গেছে।

তপনের গলা, 'সৈকতদা, কিচ্ছু ভাববেন না। আমায় ড্রাইভার পলাশ সব জানিয়েছে। আমি দুটো ভ্যান রিকশা পাঠিয়ে দিয়েছি। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ওরা পৌঁছে যাচ্ছে। জাস্ট একটু ওয়েট করুন।'

'আ-আচ্ছা।'

পাঁচমিনিট লাগল না। কুপি জ্বালিয়ে ভ্যান দুটো এসে গেল দু-তিন মিনিটের মধ্যে। ঝটপট ওরা উঠে বসল খোলা ভ্যানের চাতালে। ছন্দা সৈকতকে ফিসফিস করে বলল, 'এর তো কোনো সিকিওরিটি নেই গো! উপরটা পুরো খোলা। এখনও তো পাশে ডিপ ফরেস্ট!'

'ছাড়ো তো! বেকার টেনশন নিও না। আল্লার নামে ছেড়ে দাও।'

পিড়িং পিড়িং! আবার সৈকতের ফোন, আবার তপন।

'কত দূরে দাদা? এক কাজ করেন, ফোনটা একটু ভ্যানওলাকে দেন তো!'

দূরে দূরে আলো জ্বলছে। সত্যি সত্যিই ওরা এতক্ষণে লোকালয়ের কাছে চলে এসেছে। ভ্যানওলার কাছ থেকে ফোনটা নিল সৈকত, 'হ্যাঁ তপন। বলো। আমরা কি সোজা অনুষ্ঠানের প্যান্ডেলে চলে যাব?'

'দাঁড়ান দাদা। পাঞ্জাবি এনেছেন কি? তাহলে আগে গেস্ট হাউসে গিয়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আসুন।'

'্যাঁ! পাজামা-পাঞ্জাবি! কেন বলো তো?'

'কারণ আছে দাদা। আপনি শুধু বলেন, আপনার কাছে পাঞ্জাবি আছে কিনা। খুব বিপদ। বুঝলেন, খুব বিপদ! আচ্ছা দাদা, অদ্রীশদা অনুপমদা---ওরা কেউ পাজামা-পাঞ্জাবি এনেছে কি?'

'মনে হয় না। আমরা সবাই জিনস-জ্যাকেট নিয়ে এসেছি। এই ঠান্ডায় খামোকা পাঞ্জাবি আনতে যাব কেন? তুমি পাঞ্জাবি নিয়েই বা পড়ছ কেন?'

'সাধে কি আর পড়ছি দাদা? গাড্ডায় পড়েছি তাই।...একটা কথা বলুন দাদা, এখন কি জিনস পরে আছেন?'

'হ্যাঁ। তো?---'

'বেশ বেশ! ওর উপরে একখানা পাঞ্জাবি চাপিয়ে নিলে হবে। আমি তিনটে পাঞ্জাবির ব্যবস্থা করছি। শাল তো আপনাদের সঙ্গেই আছে।'

'যা ববাবা! কী আলফাল বকছ তপন?'

'শোনেন দাদা, আগে ভ্যানওলাকে বলেন, আপনাদের স্কুলের প্যান্ডেলে নিয়ে আসতে। এখানেই সাজিয়ে দেব।...আপনি তো জানেন, আমাদের ফাংশনে আসার কথা ছিল কবি সৈকত বিশ্বাসের। আপনার নেমসেক। কী দাদা, আপনাকে বলেছিলাম কিনা?'

'হ্যাঁ, বলেছিলে। কিন্তু তার সঙ্গে আমার পাঞ্জাবি---'

'সেটাই বলছি দাদা। কবির সঙ্গে আসছিল গায়ক উত্তম হাজরা আর তার তবলচি। এই তিনজন হাসনাবাদ পৌঁছয় অনেক দেরি করে। ওদের জন্যে স্কুলের একজন জুনিয়র টিচার দাঁড়িয়ে ছিল। ঘন্টাদুয়েক আগে সে আমায় জানাল, সন্ধে হতেই লেবুখালির গাঙে সাদা কুয়াশা নেমেছে। ফেরি চলাচল বন্ধ। তবু সে বিডিওকে ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু তারপর---'

একটু থেমে তপন বলল, 'আর ওদের ফোনে ধরা যাচ্ছে না। এখন উপায় নেই দাদা। আপনাকে আজ কবির প্রক্সি দিতে হবে।'

'হোয়াট? আমি কবি!' সৈকতের মনে হল, ওর ঘাড়ের ওপর সত্যি সত্যিই সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে তপন?'

'একটুও না। এরা জম্মে কবি সৈকতকে দেখেনি। কেউ আপনাকে চিনতে পারবে না দাদা।'

'ধুর! তাতে কী এল গেল? আমি কবিতার ক বুঝি, ্যাঁ? একটাও কবিতা পড়েছি? আমি অঙ্কের মাস্টার, আমি করব কবির পার্ট? তার চেয়ে জলে ডুবে মরা আমার কাছে অনেক সোজা।'

'প্লিস দাদা! আমায় বাঁচান! আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। একটাও কথা বলতে হবে না দাদা। শাল গায়ে জড়িয়ে হাসি হাসি মুখ করে চেয়ারে বসে থাকবেন। খাতা বাড়িয়ে ধরলে অটোগ্রাফ দিয়ে যাবেন। যে যা বলবে, শুধু হেসে হেসে মাথা নাড়বেন।'

'অটোগ্রাফ! ওরে ববাপ! প্লিস, আমায় ছেড়ে দাও তপন।'

‘ছাড়া যাবে না দাদা। প্যান্ডেল ভর্তি মানুষজন। এই ব্যাপক ঠান্ডাতেও ওরা কবিকে দেখতে হাজির হয়েছে। না পেলে সব লন্ডভন্ড করে দেবে। অনুপমদা, অদ্রীশদাকেও কাজে লাগাচ্ছি। কে আর চেনে উত্তম হাজরাকে, বলেন! অনুপমদা খালিগলায় মন্দ গায় না। সিস্টেমে ক্যারাওকে ফিট করে দেব। অদ্রীশদা তবলায় ফলস ঠেকা দিয়ে যাবে। কিচ্ছু ভাববেন না দাদা, সব উতরে যাবে।’ ...

দক্ষ হাতে স্টেজে সঞ্চালনা করছিল তপন। পাঞ্জাবির ওপর শাল মুড়ি দিয়ে সামনের সারিতে বসেছিল ওরা চারজন। এর মধ্যে দুবার চা দিয়ে গেছে। সৈকতের বুক ঢিবঢিব করছিল। তার মধ্যে অনুপম ওর কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করেই যাচ্ছিল, ‘তোর সঙ্গে এসে কী বিপদে পড়লাম রে বাবা! আড্ডায় গাওয়া আর এত লোকের মাঝে গান, এক ব্যাপার নাকি! বেসুরো হলেই গেঁয়ো লোকজন জুতো ফুতো ছুঁড়ে মারে। আজ কী যে কপালে আছে।’

বিরক্তিকর! আরে হতভাগা, তুই তো একটু হলেও গান জানিস, আমি তো ক’ য়ে কবি নয়, স্রেফ কাঁচকলা! সৈকত খিঁচিয়ে উঠল, ‘অত যদি ভয় করে তো লিপ দে না সিনেমার মতো! কেউ ধরতে পারবে না।’

‘লিপ দেব?’

‘হ্যাঁ। সিস্টেমে গান চলবে, তুই শুধু সুরে ঠোঁট নাড়বি। তপনকে বল, অ্যারেঞ্জ করে ফেলবে। আমার তো সে উপায়ও নেই। চুপ কর ভাই, মাথা চাটিস না।’

লোকাল আর্টিস্টদের গান, আবৃত্তির পরে ডাক পড়ল অনুপম আর অদ্রীশের। মঞ্চে উঠতেই তুমুল করতালি! অনুপম বেশ কায়দা করে মাথা ঝোঁকাল, অদ্রীশও তাই। সে আবার তবলায় দু-চারটে চাটিও মারল। অমনি প্যান্ডেল ফেটে পড়ল।

এইসময় তপন কর্ডলেস মাইকে বলে উঠল, ‘ভাইবোনেরা, গোড়াতেই একটা কথা জানিয়ে রাখি। প্রিয় গায়কের ঠান্ডা লেগে গলা বসে গেছে। অনেক সাধাসাধি করে স্টেজে তুলেছি। একটু কানে বেসুরো লাগতে পারে, মেনে নেবেন। যে কটা গান গাওয়ার, গাইবেন। রাজি?’

সহর্ষ ধ্বনিতে ফের প্যান্ডেল উচ্ছ্বসিত, রাজি।

চোখে চোখে অনুপমের সঙ্গে কথা হয়ে গেল তপনের। সৈকত জানে, ওরা দুজনে মিলে চারটে রবীন্দ্রসঙ্গীতের লিস্ট করেছে। আর সিরিয়ালি নেট থেকে মিউজিক ডাউনলোড করে সিস্টেমে ঢোকানো হয়েছে।

প্রথমে খুবই নার্ভাস ছিল অনুপম! শুরুতে ছিল আকাশ ভরা সূর্য তারা। অত সোজা গানও স্কেল গুলিয়ে ফেলেছে। ম্যানেজ দিতে চুপ করে গিয়ে হারমোনিয়াম বাজানোর ভান করেছে। তারপরে অবশ্য আর সমস্যা হয়নি। ভালোই গেয়েছে। নামার সময় তো অনুপমদের ঘিরে কচিকাঁচাদের সে কী সেলফি তোলার হিড়িক!

ওরেববাস! এবার যে আমার পালা! শোচনীয় অবস্থা সৈকতের।

কান মাথা ঝাঁঝাঁ করছে, শরীরে প্রবল কাঁপুনি। সমানে নিজেকে নিজে সাহস দিয়ে যাচ্ছিল, কীসের ভয়! মধ্যমগ্রাম সুকলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অঙ্কের টিচার সে, তার ভয়ে ছেলেরা প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলে! আর সে-ই কিনা ঠকঠক করছে!

প্রাণপণে নিজেকে সামলে মঞ্চে এসে বসল। সঙ্গে সঙ্গে প্যান্ডেল জুড়ে দারুণ হাততালি। যত হাততালি, তত ঠকঠকানি। মুখে অবশ্য হাসিটুকু ঝুলিয়ে রেখেছে।

তপন বলতে শুরু করল, ‘ভাইবোনেরা, আমি জানি আপনারা এই কবির কতখানি ভক্ত। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার কি জানেন, কবি আজ কিছুই বলতে পারবেন না। ওনার ধুম জ্বর। ডাক্তার কথা বলতে মানা করেছে। তবু কবি সৈকত আপনাদের দু-লাইন বলতে চাইছেন ভালোবেসে। এত দূর থেকে এত কষ্ট করে এসেছেন। তারপর ওনার কবিতা আমিই পড়ে শোনাব আপনাদের।’

বলেই মাইক এগিয়ে দিল। সৈকতের মনে পড়ে গেল, ও জীবনে একবারই এক খোনা গলা চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। ঠিক সেইরকম স্বরেই বলতে শুরু করল, ‘শুভ সন্ধ্যা। আমি দুঃখিত বন্ধুরা। আমার গলায় ফ্যারিনজাইটিস। ডাক্তারের নিষেধ। তবু বলব, কবিতা আমাদের স্বপ্ন, কবিতাই আমার জীবন। কবিতা---’

স্টেজের পিছনে একটা গুঞ্জন শোনা গেল।

সৈকত বলছে, ‘---ছাড়া আমি বাঁচতে চাই না। আপনারাও লিখুন, পড়ুন কবিতা। কবিতা ছড়িয়ে দিন...।’

কানের কাছে তপন এসে ফিসফিস করে বলল, ‘আসল দল এসে গেছে দাদা! নেমে পড়ুন মঞ্চ থেকে। পিছনের মাঠে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অন্যরা উঠে পড়েছে!’

‘ভ-ভালো থাকবেন আপনারা। আর পারছি না। ক্ষমা করবেন।’ বলেই মাইক তপনের হাতে দিয়ে নিচুগলায় বলল, ‘ক-কিন্তু তু-তুমি? তুমি কী করবে?’

‘বুঝে নেব দাদা। আপনি পালান। রবিন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিচ্ছে।’

হাত নাড়তে নাড়তে মঞ্চের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নামছে সৈকত। কয়েকজন উৎসাহী এদিকে এগিয়ে আসছিল। তপন কড়া গলায় বলল, ‘কেউ এগিও না! ডোন্ট ডিস্টার্ব হিম।...বন্ধুদের এখন এক নতুন ম্যাজিক দেখাব!’

‘ম্যাজিক?’ চিৎকার উঠল সমস্বরে।

‘ইয়েস, এক আশ্চর্য ম্যাজিক।...’

গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। রবিন পলাশকে বলেছে, ওদের নিয়ে সোজা হেমনগর চলে যেতে। মালপত্র পিছনে আগেই ওঠানো হয়েছে। তপনের গলা ভেসে আসছে, ‘এরকম আগে কখনও ঘটেনি। পৃথিবীর কোথাও ঘটেনি। একই আসরে একই নামের দুই কবি। সিনিয়র গেলেন। এখন মঞ্চে আসছেন জুনিয়র। দুজনেই সৈকত বিশ্বাস। ওয়েলকাম সৈকত, ওয়েলকাম!’

হাততালির আওয়াজ এত দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে।

রবিঠাকুরের কণিকা

- সমরেন্দ্র নাথ মাইতি

"আনন্দধারা বহিছে ভুবনে" ....

১৯২৪ সালের ১২ই অক্টোবর বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে জন্ম। মা অনিলা মুখাপাধ্যায় আর বাবা সত্যচরণ মুখাপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা "অণিমা" (পারিবারিক ডাক নাম "মোহর")। বাবা ছিলেন শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর কর্মচারী। সেই হিসেবে শান্তিনিকেতনেই ছিলো অণিমার প্রকৃত বাসস্থান। শান্তিনিকেতনের ছায়াঘণ শান্ত আর উন্মুক্ত আকাশের তলায় বড় হয়ে উঠতে লাগলেন অণিমা। চৈত্রমাসের কালবৈশাখী ঝড়ে আমবাগানে কাঁচা আম কুড়ানো ছিল ৮ বছরের ফ্রক পরা বালিকা মোহরের একান্তই নেশা। গুরুপল্লী থেকে লম্বা দৌড় দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আবাস 'উত্তরায়ণ' এবং সেখান থেকে বৃষ্টি ভেজা গায়ে 'শ্যামলীর' দালানে। ঠিক এরকমই একদিনে 'মোহর' নজরে এলেন সাদা চুল, মুখ ভর্তি গোঁফ-দাড়ি, বড় বড় চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথের। কবিগুরু প্রশ্ন করলেন "গান জানিস?" নির্দ্বিধায় মোহর গান শুনিয়ে দিলেন। এরপর থেকেই নতুন নতুন গান শেখার ডাক পড়লো মোহরের। কখনো 'উদীচি'তে বড়দের সঙ্গে 'সুমঙ্গলী বধু' কখনো বা আবার বর্ষামঙ্গলে 'ছায়া ঘণাইছে'। 'অণিমা' নামটিকে রবিঠাকুর বদলে করলেন 'কণিকা'।

১৯৩৭ সাল। তেরো বছর বয়সে কলকাতার ছায়া সিনেমা হলে কণিকার প্রথম অনুষ্ঠান। কবিগুরুর জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই রিহার্সাল হতো। বর্ষামঙ্গলের সেই রিহার্সালে আসতেন কলকাতার সুন্দরীরা। কণিকার নিজের ভাষায় "আমি হাঁ করে দেখতাম। বুঝেছিলাম কলকাতার মেয়েরা গায়ে সেন্ট মাখে। পরিপাটি করা শাড়ী পরে-আর পায়ে সুন্দর জুতো। আর আমার তখন শ্রীনিকেতনের তাঁতের সাদামাটা মোটা শাড়ী, শাড়ীর নিচের দিকটায় শান্তিনিকেতনের মাটির লালধুলো, খালি পা। গয়না বলতে চুলে গোঁজা রঙ্গন বা সাদা ফুল। রোদে পোড়া তামাটে রং।

এমনিতেই শহুরে আদব কায়দা দেখে আড়ষ্ট কণিকা। তার উপর আবার কবিগুরু বলে বসলেন "তুই আমার পাশে দাঁড়িয়ে গান গাইবি"। ভয়ে আড়ষ্ট এই বালিকা সেদিন অনুষ্ঠানের দিন রবীন্দ্রনাথের চেয়ারের হাতল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গাইলেন 'ছায়া ঘণাইছে'। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও কণিকার সঙ্গে গাইতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এবং তাঁর ছায়ায় বেড়ে ওঠা কণিকা সংগীত ভবনে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ ও রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়মিত চর্চা করতে লাগলেন। গুরু-শিষ্যের

সম্পর্ক দিনে দিনে গভীর হয়ে উঠলো-তাঁকে 'আশ্রম কন্যা' বলে অভিহিত করা হতো। এভাবেই নিজে হাতে লিখে রবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছিলেন 'একদিন চিনে নেবে তারে'। অল্প বয়সে সেই হাতের লেখার মূল্য দিতে পারেননি কণিকা। হারিয়ে ফেললেন কোথায় সেই চিরকুট।

জীবনের প্রথম রেকর্ড করেন ১৯৩৭ সালে--কবি নীহারবিন্দু সেনের লেখা এবং সুরকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সুরে দুটি গান "ওরে ঐ বন্ধ হলো দ্বার" এবং "গান নিয়ে মোর খেলা"। ১৯৩৮ সালে ঐ রেকর্ড বাজারে প্রকাশিত হতেই রবীন্দ্রনাথ শুনে কষ্ট পেয়েছিলেন। কণিকার সংগীত শিক্ষক শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে ডেকে কবিগুরু বললেন "জানো তোমার ছাত্রী গান রেকর্ড করেছে।" কথাটি বললেন বেশ অভিমানের সুরে। অবশ্য ঐ বছরেই প্রকাশিত হলো কণিকার প্রথম রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড। সলিল চৌধুরীর সুরে দুইটি গান রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত তথা বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনের প্রতি আনুগত্যের জন্য শেষ পর্যন্ত সরে আসেন এবং ঐ রেকর্ড আর প্রকাশিত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে 'তাসের দেশ' এর দহলানী, 'ডাকঘর'-এর সুধা, 'মায়ার খেলা'র প্রমোদা-একের পর এক মঞ্চ অভিনয়ে এক অন্য মোহরকে খুঁজে পেয়েছিল শান্তিনিকেতন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন 'আকবরী মোহর'। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও তিনি গান শিখেছিলেন দীণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ নামকরা শিল্পীদের কাছে। হেমন্ত মুখাপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন 'শ্যামা' রেকর্ড হলো-শ্যামা আর বজ্রসেন তখন কণিকা-হেমন্ত জুটি। ১৯৪০ সালের ২৪শে জুলাই-এ শুরু হল বোলপুর স্টেশন কেন্দ্র। সূচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। গান শেখালেন মোহর কে। 'ওগো তুমি পঞ্চদশী'। রেডিওতে সেই গান শুনে এলো চিঠি। কণিকার ভাষায় "ওই চিঠি বাইরের জগৎকে প্রথম আমার কাছে নিয়ে এলো। গানকে আঁকড়ে ধরলাম।" ১৯৪৩ সাল থেকে কণিকা কলকাতার All India Radio-র নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। ৩০০র বেশী রেকর্ডিং করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে Cultural troupe-এ সারা ভারত পরিক্রমা করেছেন। আকাশবাণীতে একবার গেয়েছিলেন 'মনে কি দ্বিধা'। সেটা শুনে এক পত্রিকায় লেখা হয়েছিল 'বিশ্রী গলা'। কণিকা অভিমান করে বলেছিলেন "কলকাতায় আর যাবো না।" পরে অবশ্য 'দক্ষিণী'র শুভ গুহঠাকুরতার ডাকে প্রায়ই কলকাতায় ছুটে যেতেন।

১৯ বছর বয়সে সঙ্গীতভবনে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে ২১ বছর বয়সে কণিকা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের দুই চোখের দুই মণি ছিলেন কণিকা আর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক শান্তিদেব ঘোষ-যাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "আমার গানের সঞ্চয় তোর কাছে আছে। বিশুদ্ধভাবে সে গানের প্রচার করা তো তোর কর্তব্য হবে। আমি তোর পিতার পিতৃতুল্য-আশা করি আমার উপদেশ মনে রাখবি।" শান্তিনিকেতনের বাইরে বেরিয়ে কিছু করার কথা কোনও দিনই ভাবেননি কণিকা। শক্তি চট্রোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গাপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, সমরেশ বসু, সত্যজিৎ রায়, উত্তমকুমার, হেমন্ত মুখাপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন মুখাপাধ্যায়, সাগর সেন, সুমিত্রা সেন, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা প্রভৃতি শিল্পীর সমাগমে 'আনন্দধারা' বাড়িটা ছোটখাটো শান্তিনিকেতন হয়ে উঠতো। শেষ বয়সে নিঃসন্তান কণিকার কাছে তাঁর ছোট বোন বীথিকার ছেলে প্রিয়ম (কণিকা নাম দিয়েছিলেন 'তানাজী'), গোরা সর্বাধিকারী আর পিয়ণ হরিহরদা ছিল কাছের মানুষ।

২০০০ সালের ৫ই এপ্রিল শান্তিনিকেতনের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক ছিন্ন করে "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে"র প্রখ্যাত শিল্পী--কবিগুরুর 'কণিকা' শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তথ্যসুত্র: বীথিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (কণিকার ছোট বোন), ইলা ঘোষ (শান্তিদেব ঘোষের পত্নী)। কণিকার জীবন নিয়ে আর কিছু শোনার সুত্র থেকে আমার এই লেখা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: *লেখাটা বাংলা হরফে টাইপ করার জন্য বিপাশা চৌধুরীকে অশেষ ধন্যবাদ।*

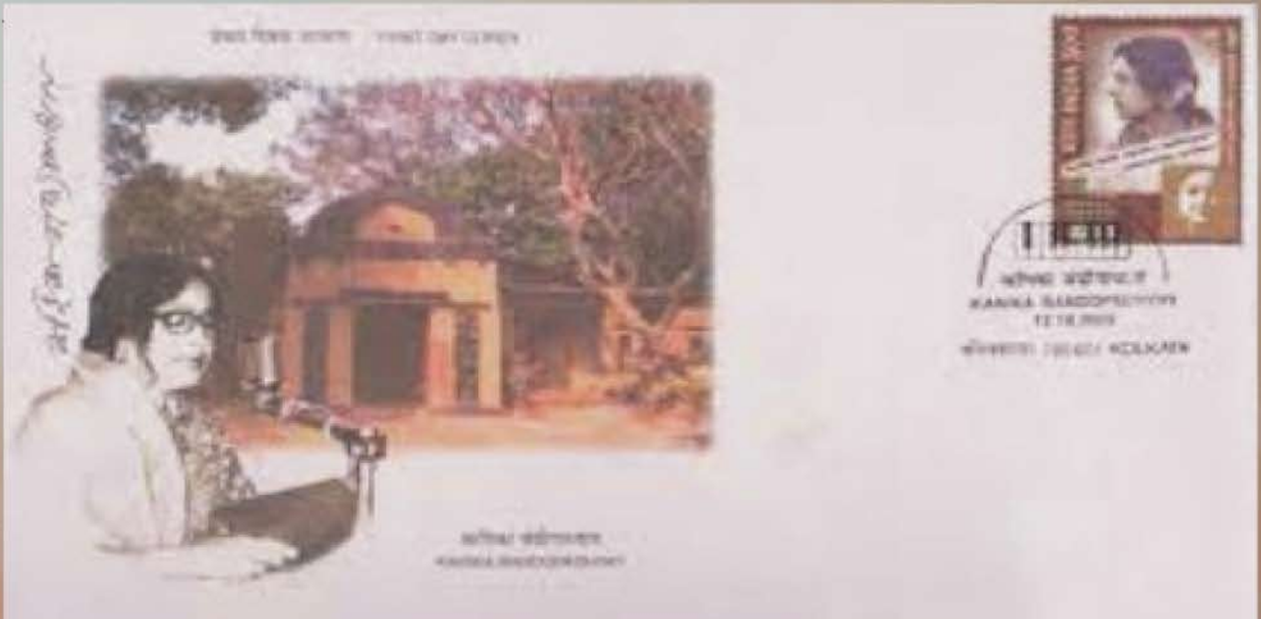

Kanika Bandyopadhyay

স্টেশন
বীথি চট্টোপাধ্যায়

গতি মুছে দিয়ে; এসে পৌঁছল ট্রেন
সহযাত্রীরা কেউ তো আপন নয়।
কোনও কলরব কোথাও থাকবেনা?
জন্মানো মানে এতো বড় পরাজয়?

কথায় কথায় দূরে দিন ঢলে পড়ে
কোথা থেকে এত কথা এসে যায় মনে?
কলকাতা ফিরে দেখা হবে একদিন-
আগে থেকে সব ঠিক করে নেব ফোনে।

পৌঁছে গেলে তো আলাদা হতেই হবে
কেউ আটকাতে পারবেনা জোর করে।
কিন্তু কখনও যদি মনে পড়ে যায়
চলে এসো দূর কুয়াশার পথ ধরে?

কোনও কলরব কোথাও যেখানে নেই
প্রদীপ নিভিয়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউ;
গঙ্গার জল সবই নিয়ে যায় তবু
কাউকে কখনও ভুলতে পারে কি কেউ?

জন্মানো মানে এতখানি ভেসে যাওয়া?
কে লিখছে এই অলীক জীবনধারা?
সব পড়ে থাকে সকলেরই জানা কথা
চশমা ও ঘড়ি অতল কূল-কিনারা।

কিছু শব্দ উড়ে যায়
সৈয়দ শামসুল হক

কিছু শব্দ উড়ে যায়, কিছু শব্দ ডানা মুড়ে থাকে,
তরল পারার মতো কিছু শব্দ গলে পড়ে যায়।
এমন সে কোন শব্দ নক্ষত্রের মতো ফুটে থাকে-
তুমি কি দেখেছো তাকে হৃদয়েশ্বরের আয়নায়?
দ্যাখোনি যখন কালো অন্ধকার উঠে আসে-গ্রাসে।
যখন সৌজন্য যায় কবরে মাটি কল্পতায়,
যখন স্তব্ধতা গিলে খেতে থাকে কামুকেরা ত্রাসে,
তখন তাকিয়ে দেখো শুদ্ধতার গভীর ব্যাথায়-
আমার ঠোঁটের থেকে একটি যে শব্দ একদিন
ফুটেছিলো এই ঠোঁটে তোমারই যে দেহস্পর্শ তাপে,
আজ সেই শব্দ দ্যাখো পৃথিবীর বুকে অন্তরীণ-
তবু তারই উচ্চারণে বৃক্ষপাতা বারবার কাঁপে।
পড়ে নিও তুমি তাকে, দেখে নিও আকাশে নয়তো
সেই শব্দ 'ভালোবাসি' নক্ষত্রের মতোই হয়তো।।

কিছুই ঘটে না
হাবিবুল্লাহ সিরাজী

বানান শেখার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে শব্দ
পাতার পতন আটকাবে ব'লে গতি বদলিয়েছে বাতাস
বাঁশি শুনাবে ব'লে রাইফেলের কার্তুজ ফেলে দিয়েছে সৈনিক
মঞ্চে ওঠার জন্য গোয়ালের খুঁটিতে শিং ভেঙেছে গরু
টুপিতে ঢুকবে ব'লে নাপিতের হাতে মাথা পেতেছে শুক্রবার
কিছুই ঘটে না
পদ্মের মতো একটি পুকুর হানা দিলো নীলিমা
রোদের মতো একটি ফুটবল খেয়ে ফেললো মাঠ
অরণ্যের মতো একটি আনন্দ জয় করলো এভারেস্ট
সাহসের মতো একটি বৃত্ত চেখে দেখলো পনির
জ্যৈষ্ঠের মতো একটি জায়নামাজ পাতা হ'লো পশ্চিমে
কিছুই ঘটে না
না ঘটার জন্য কল্পকের ফাঁসির দাবি উঠলে
কারাগারের মূল ফটকের ঘড়ি নামিয়ে ফেললো জল্লাদ

Attention Without Judgment

Shashwata Ghosh

Roses,
An elegant scarlet flower,
Slowly blossoming from a miniscule bud. Such
a lovely appearance.
The perfect mask,
To cover up the imperfections within.
People stare obliviously,
Incurious to the insignificant flaws of the flower.
The dying cells inside,
People are disinterested in the flaws.
Leaves and the petals start to wither,
People traverse to the next prettiest.
Shining the sunshine at a more elegant rose. The
life of a human is a rose,
Light of attention nurtures it.
Not caring about the thorns,
That ruthlessly punctured its state. Compliments
shower the grace of beauty.
As the beauty fades,
The seeping blood inside is shown.
Praise was merely a second,
Gone the next.
Judgement and Greed,
Makes the rose rot silently.
People,
Tear each other apart.
For everything that was wanted,
Was the light after all.

Agomoni

Haiku made by **Nishant Das Choudhury**. Haiku is a style of poetry from Japan. Traditionally, it revolves around nature and should have 5 syllables in the first line, 7 in the second, and 5 in the last.

Red, orange, yellow
All these leaves fall from a tree
Slightly and gently

As thin as paper
As gentle as a tadpole
As calm as the rain

Wind blows heavily
Leaves fall on the ground densely
Festivals are here

Celebrations come
Autumn rings into our lives
"O Agomoni!"

বৃষ্টি
রফিক আজাদ

১.

খররৌদ্রময় এই দিন—
শ্যামল বাংলায় বুঝি ফের নেমে আসে খরা!
খরতাপে রুদ্ধশ্বাস ক্ষুদ্র এই গ্রামীণ শহর,
এ রকম এই দিনে চেতনায়ও খরার প্রদাহ—
নির্বাচনে হেরে-যাওয়া প্রার্থী যেন: বিরক্ত, বিব্রত;
এ রকম দুঃসময়ে এল বৃষ্টির শব্দের মতো
সুখকর এই পত্র—প্রাণের প্রাচীর থেকে উড়ে!
কুপিত, বিব্রতকর এই রোদে খামটি খুলিনি;
আমি তো অপেক্ষা জানি: এই খররৌদ্রে কখনো কি
প্রিয় বান্ধবীর লেখা চিঠি খোলা চলে?
অতএব, রেখে দিই যত্ন করে নিজস্ব ড্রয়ারে!
১১ জুলাই রাতে অকস্মাৎ বৃষ্টি নেমে এল
যেন দীর্ঘদিন পর হঠাৎ হারিয়ে-যাওয়া আমার সন্তান
ঘরে ফিরে এল।
বাইরে এখন বৃষ্টি,
বৃষ্টির স্নিগ্ধতা বহু দিন পর যেন
আমার হৃদয়ে প্রীত মধ্যযুগ ভরে দিয়ে গেল!
এখনো বাইরে বৃষ্টি: জানালায় জলের প্রপাত—
এই বুঝি প্রকৃষ্ট সময় যখন প্রশান্ত মন,
হৃদয়ে যখন আর খেদ নেই কোনো, ভারাতুর
নয় আর মন, ক্রোধ নেই, ঘৃণা নেই—অবিশ্বাস্য
শান্তিপ্রিয় আজ এই মাঞ্চুরীয় রাখাল বালক;
হৃদয়ে কোনই শোক নেই—শোকানুভূতিও নেই—
অসম্ভব শান্ত আজ—সমাহিত—আমার হৃদয়!
নষ্ট করে ফেলে-দেয়া জীবনের জন্য নেই কোনো
শোচনা ও তাপ; —বৃষ্টির সোঁগন্ধে ভরে আছে মন!
মনে হচ্ছে আমার মতন সুখী কেউ নেই আর
পৃথিবীর কোনো প্রান্তে সাতাশে মার্চের এই রাতে!

২.

এখন আপনার চিঠি খোলা যায় এই পরিবেশে:
এ কী করছেন! খামে ভরে কেউ কারুকে পাঠায়
গোবি-সাহারার দীর্ঘ হাহাকার, চীনের প্রাচীর?
স্তব্ধ হয়ে থাকি চিঠি প'ড়ে : সারাটা দুনিয়া জুড়ে
মানুষের এ্যাতো দুঃখ,—এর থেকে পরিত্রাণ নেই?
বৃষ্টির প্রপাত শুনে, গাছের সবুজে চোখ রেখে
শিশুদের গালে চুমো খেয়ে আমরা পারি না ফের
এই দুঃখী গ্রহটির অন্তর্গত অসুখ সারাতে?

স্বদেশ
বেলাল চৌধুরী

আমি আছি ব্যাপ্ত হয়ে তোমার রৌদ্রছায়ায়
এই তো তোমার ঘামে গন্ধে তোমার পাশাপাশি
তোমার ছায়ার মতো তোমার শরীর জুড়ে
তোমার নদীর কুলকুল স্রোতে;
তোমার যেমন ইচ্ছে, আছি আমি—
ঝিরিঝিরি পাতার ভেতর ভেতর হাওয়ার নাচে
রাত্রিদিন তোমার ধানের ক্ষেতে
উদাসী বাউল ; ভাটিয়ালি গান ভেসে
যায় কোন নিরুদ্দেশে ; আছি আমি
বেলা শেষের রোদের মতো
গড়িয়ে তোমার পায়ে পায়ে
আছি আমি তোমার ধানের দুধে
তোমার আঁচল ছোঁয়া নীলাম্বরী মেঘে
আছি আমি এই তো তোমার
নাকছাবিটির মুক্তো যেমন
জ্বলছে কেবল জ্বলছে কেবল।

ক্ষমাহীন সেই ক্রোধ
দিলারা হাফিজ

আনন্দ আজ গাইছে বুঝি,
জয়বাংলা সুর
পদ্মা মেঘনার জল-তরঙ্গে ভাটিয়ালি
বইছে সুমধুর
পাখিরা সব ফুলের নদী,বিজয়ে গায়
স্বদেশ গীতি
জাতিস্মরে বরেন্দ্র সেই বঙ্গভূমি চন্দ্রদ্বীপে
গৌড়-স্মৃতি
একাত্তরে জয় করেছি মহান মাটির
নতুন চূড়া;
কেউ ভোলে না, বিজয় ফুলের চাঁদ-ভাসানো
হাসির ছড়া
বুকের ভেতর বাতাসে ওড়ে লাল-সবুজের
পতাকা রোদ
বীরাঙ্গনা মা-বোনেদের বুকে তবু
ক্ষমাহীন সেই ক্রোধ।

শত রূপে দুর্গাপূজো

দীপিকা ঘোষ

ঈশ্বরকে মাতৃরূপে বন্দনার ইতিহাস ভারতবর্ষে হাজার বছরের পুরনো ইতিহাস। অবশ্য নারীরূপে তাঁর উপাসনা দুর্গার প্রতিকৃতিতেই প্রথম শুরু হয়েছিল কিনা, সে সম্পর্কে এখনো অবধি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই। তবে মহাকালের বিবর্তনধারায় দুর্গাপূজো নানা সমাজ, ধর্ম এবং বিশ্বাসের সমন্বিতরূপে উপমহাদেশের বাইরেও যে ছড়িয়েছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে আর্কিওলজিক্যাল গবেষণার মাধ্যমে। এক্ষত্রে শত সহস্র বছর ধরে মাতৃবন্দনায় সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতির সমন্বয় যেমন ঘটেছে, তেমনি বিভিন্নভাবে পরিবর্তনও হয়েছে। সমন্বয়ের ধারা, পরিবর্তনের স্রোত কখনো বয়ে গেছে আরাধনার পদ্ধতিতে। কখনো আনুষ্ঠানিকতা উদযাপনের সময় তারিখ নির্ধারণে। কখনো ভিন্ন ভাষার দরুন নামকরণের ভিন্নতায়। কখনো মূর্তি নির্মাণের ইউনিক পরিকল্পনায়। কখনো আবার সুনির্দিষ্ট পটভূমিকায় চালচিত্র নির্মাণের কাজে। দুর্গাবন্দনার প্রথম শুরু কখন, কিভাবে হয়েছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা আজও চলছে। তবে ১৯১৬ সালে এ সম্পর্কে পণ্ডিত রমাপ্রসাদ চন্দ (নৃতাত্ত্বিক, আর্কিওলজিস্ট এবং ঐতিহাসিক) বলেছিলেন – 'A primitive form of Durga was the result of 'syncretism of a mountain-goddess worshiped by the dwellers of the Himalaya and the Vindhyas,' a deity of the Abhiras conceptualized as a war-goddess.'

অবহিরাদের রাজ্যপাট আর জাতিসত্তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে ঐতিহাসিকদের মধ্যে। কেউ বলছেন, এরা নেপালের প্রাচিন উপজাতি। কারুর মতে, সিন্ধু এবং গান্ধাররাজ্যের (আফগানিস্তান) পশুচারণকারি যাযাবর। কারুর অভিমত, অবহিরারা ছিল পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। রমাপ্রসাদ চন্দ তাদের ভারতীয় আর্য বলে উল্লেখ করেছেন। রমিলা থাপার বলেছেন, তারা ছিল আদিবাসী। জয়ন্ত গডকরি এদের বৃষ্ণি, অন্ধক প্রভৃতিদের মতো এক শ্রেণির ট্রাইব বলে চিহ্নিত করেছেন। যাইহোক, পরবর্তীকালে অবহিরাদের যাদব (কৃষ্ণের যদুবংশ) বলে পরিচয় করানো হয়েছে 'পদ্মপুরাণসহ' অন্যান্য প্রাচিন সাহিত্যে। রামায়ণের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, দশরথপুত্র এবং লঙ্কারাজ রাবণও দুর্গাবন্দনা করেছেন ত্রেতা যুগে। শিবভক্ত রামচন্দ্র করেছেন যুদ্ধজয়ের অভিপ্রায়ে। রাবণ অমরত্বলাভের আশায় পার্বতীর আরাধনা আগে থেকেই করতেন। পার্বতী দুর্গার অবতার। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আর অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্গাস্তোত্র উচ্চারণ করে দেবীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভারতীয় অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ড্যাটা অনুযায়ী, ত্রেতা যুগের সময় ৯,৩০০ বছর আগে। দ্বাপর শেষ হয়েছে ৫১২৩ বছর। বৈদিক সাহিত্যের বহু স্থানেই 'দুর্গা' নামের উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঋগ্বেদের অনেকগুলো স্তোত্রই দুর্গা মন্ত্র। অথর্ব বেদে, তৈত্তরীয় উপনিষদ এবং আরণ্যক উপনিষদেও 'দুর্গা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বহুবার। এছাড়া মৎস্য পুরাণ এবং শিবপুরাণে দেবীমাহাত্ম্য ও বন্দনা নানারূপে বর্ণিত।

বহু জৈনগ্রন্থের রচয়িতা সোমদেব ৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁর 'যশতিলক' গ্রন্থে জৈনরাজ এবং সৈন্যসামন্তদের যে দেবীপূজোর বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁর প্রতিকৃতি দুর্গারই অনুরূপ। অজন্তা গুহার জৈনমন্দিরে সিংহের ওপর অধিষ্ঠিতা যে দেবী, তা হুবহু দুর্গার প্রতিকৃতি। বুদ্ধিস্ট তান্ত্রিকরাও দুর্গার আরাধনা করতেন। জাপানের বুদ্ধিস্টরা তাঁকে 'বাৎসু-মো', কখনো কখনো 'কোটি-শ্রী' নামে অভিহিত করেছেন। তিব্বতে তিনি 'পালডেন লাহমো' নামে আবির্ভূত। শিখদের দশম এবং শেষ স্পিরিচুয়্যাল লিডার, গুরু গোবিন্দ সিংহের পবিত্র 'দশম গ্রন্থে' দুর্গার নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হয়েছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ, ইন্দোনেশিয়া, ক্যাম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামে খণণকার্যের সময় আবিষ্কৃত হয়েছে প্রচুর স্ট্যাচু। ইন্দোনেশিয়ার জাভাদ্বীপে প্রাপ্ত দেবীর পাথরের মূর্তিগুলো (১৩৫টা) ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত। এখানে দেবী পরিচিত ছিলেন 'লোরো জংগ্রাম' নামে। ক্যাম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামের মূর্তিগুলো সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যেকার। ক্যাম্বোডিয়ার মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছেন মহিষাসুরের কাটা মুণ্ডের ওপরে। প্রাচিন মিশরের ফারাওদের পৌরাণিক দেবী 'সেখমেতও' (খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০৩ থেকে ১৩৬৫ অব্দের মধ্যে) ছিলেন শত্রুনিধনকারী যুদ্ধের দেবী। বিভিন্ন রোগশোকসহ সব ধরনের দুর্গতি বিনাশ করে ভক্তদের তিনি রক্ষা করতেন। হাজার হাজার বছর আগে বিস্তীর্ণ মধ্যপ্রাচ্য এবং ভূমধ্য সাগরের সমস্ত

অঞ্চলজুড়ে নানা নামে আরাধিতা ছিলেন এই দেবী। যেমন মেসোপটামিয়ায় তিনি 'ইনান্না'। রোমানরাজ্যে তাঁর পরিচিতি 'ম্যাগনা ম্যাটার দেই'। গ্রীসে 'অ্যাস্ট্রেট'।

প্রাচিন যুগেও যেমন স্থান, ভাষা আর ভিন্ন সংস্কৃতিতে দেবী আলাদা নামে, আলাদা আলাদা আচারের মধ্যে পূজিতা হয়েছেন, বর্তমান ভারতবর্ষেও তেমনি দুর্গা, কালিকা, চণ্ডিকা, জয়ন্তী, ভদ্রকালী, সিদ্ধিদাত্রী, আদ্যাশক্তি, মহামায়া, শৈলপুত্রী, কাত্যায়নী, ব্রহ্মচারিণী, সিদ্ধিদাত্রী, মহাগৌরী, চন্দ্রঘন্টা, কালরাত্রি, এ রকম ১০৮টি নামে এবং বহু রূপে উপাসিত হন। রিচুয়্যাল পদ্ধতিও স্থানবিশেষে আলাদা। উত্তর ভারতে বছরে দু'বার মার্চ-এপ্রিল মাসে 'চৈত্র নবরাত্রি' এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে 'শারদীয় নবরাত্রি' নামে দেবীর উপাসনা করা হয়। এখানে যুদ্ধের দেবী দুর্গা বাঘের পিঠে উপবিষ্টা। নাম 'শেরাওয়ালি'। উত্তর ভারতের চৈত্র নবরাত্রি বাংলায় 'বাসন্তী পূজো' নামে অভিহিত। বাংলাতেও দেবী বাসন্তীর বাহন বাঘ। দক্ষিণ ভারতে শারদীয় নবরাত্রিতে সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্বতীর আরাধনা করা হয় 'গোলু পূজা' নামে। যেমন, কর্ণাটকে উৎসবের নাম 'বোমাই গলু'। তামিলনাড়ু তেলেঙ্গানায় 'বাথুকাম্মা গোলু'। দক্ষিণ ভারতে বিজয়া দশমী হয় না। মহিষাসুর এখানে অসুর নন, বরং শ্রদ্ধার সঙ্গে উপাসিত। মহিষাসুরের রূপ পরিপূর্ণ নরদেহের। প্রতীকরূপে মহিষাসুরের রূপকল্পনা এবং বর্ণনা বোধকরি অনার্যদের নয়। এ ভাবনা একচেটিয়াভাবে ভারতীয় আর্যদেরই ছিল। নেপাল, ভুটান, সিকিম, সিংহলেও দুর্গা পূজো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। দুর্গোৎসব সবচাইতে প্রত্যাশিত এবং বাঞ্ছিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে উদযাপিত হয় নেপালে। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষ থেকে পূজো শুরু হয়। পূর্ণিমা শেষ হওয়া অবধি ১৫ দিন ধরে চলে দেবীর আরাধনা। এ সময় সব রকম সরকারি অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য অর্গানাইজেশনগুলো বন্ধ থাকে।

তবে শৈলপুত্রী আদরিণী উমার আগমন উপলক্ষে সবচাইতে আবেগঘন আয়োজন বোধকরি পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা আর বাংলাদেশে হয়। 'শারোদৎসবে' পাঁচদিনের জন্য আদ্যাশক্তি মহামায়া নিজের ঘরের মেয়ের মতোই পিতৃগৃহে বেড়াতে আসেন সন্তানসন্ততিসহ সপরিবারে। কবি দাশরথি রায়, রসিকচন্দ্র রায়ের বর্ণনায় তাই মা মেনকার হৃদয়ব্যাকুলতা অনিবার ঝর্ণাধারা হয়ে স্বতস্ফূর্ত বয়ে চলার উৎসাহ পায়। এ কথা বলাই বাহুল্য, হাজার হাজার বছর ধরে আর কোনো দেবদেবী বিশাল এশিয়া মহাদেশ ছাড়িয়ে ইউরোপ পর্যন্ত এভাবে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হননি। এবং বিশ্বায়নের যুগে সনাতন ধর্ম অনুসারিদের শারোদৎসব আপাতত বিশ্বের প্রায় সব প্রান্তেই ছড়িয়েছে। কিন্তু কেন বিশ্বজুড়ে দুর্গামূর্তিতেই ঈশ্বরের মাতৃরূপের জনপ্রিয়তা প্রাচিনকাল থেকে চলছে? সে কি শুধু তাঁর আরাধনা উপাসনা করলে অসুরদলনী জগজ্জননী সবাইকে সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন সেই কারণে? তাঁর অনির্বচনীয় রাজসিক সৌন্দর্যের বিপুল গৌরবের সমাহার দেখে? নাকি দেবীর জন্মকাহিনীর যে সুগম্ভীর দার্শনিক তত্ত্ব রয়েছে, তার ভিত্তিতে? এর উত্তরে বলা চলে, জনপ্রিয়তার পেছনে ওপরে উল্লেখিত সবগুলো কারণই বর্তমান।

তবে প্রাচিনযুগের বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে 'অমৃতের সন্তান,' বলেছিলেন বৈদিক ঋষিরা। মানুষ অমৃতের সন্তান হয়ে ওঠে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হতে পারলে। জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি মেলে আত্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমে। তাই উদাত্তভাবে মানুষকে অমৃতের সন্তান হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁরা বলেছিলেন, মানব মনের সব রকম নেতিবাচক প্রবণতাই অন্ধ আসুরিক শক্তির জন্ম দেয়। এর থেকে মুক্তিলাভই মানবজন্মলাভের উদ্দেশ্য। নেতিবাচক প্রবণতা দূর হলে মানুষ জ্ঞানের আলোর উদ্ভাসনে হয়ে ওঠে অমৃতের সন্তান। সেই জন্যই মহিষাসুরকে হত্যা করেও দেবীর মুখে সমাহিতভাব। কারণ –'This tranquil attribute of Durga's face is traditionally derived from the belief that she is protective and violent not because of her hatred, egotism or getting pleasure in violence, but because she acts out of necessity for the love of the good, for liberation of those who depend on her and a mark of the beginning of soul's journey to creative freedom,' (https://en.wikipedia.org/wiki/Durga). দুর্গোৎসব তাই জীবনের সবরকম দুর্গতি নাশের উৎসব। এই যুগে যেমন বিশ্বায়নের কারণে তা বিশ্বব্যাপি ছড়িয়েছে, তেমনি হাজার হাজার বছর আগে বৈদিক ঋষিদের দর্শন পৃথিবীব্যাপি ছড়িয়ে পড়ায় দুর্গতিনাশিনী দেবীর আরাধনাও স্থান, কাল এবং সংস্কৃতির ভিন্নতা নিয়ে শতরূপে ছড়িয়েছিল।

বিদ্যতে অনেন ইতি বেদঃ

শেখর কুমার সান্যাল
ক্যালগেরী, আলবার্টা

'বেদ' আধুনিক কাল পর্যন্ত জ্ঞাত প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। বেদ একটি সংহিতা বা সংগ্রহগ্রন্থ এবং সনাতনধর্ম ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। মনুসংহিতায় আছে, **"বেদঃ অখিলধর্মমূলম্"**- বেদ সকল ধর্মের মূল। বেদ শব্দের উৎপত্তি 'বিদ্' ধাতু(ক্রিয়াপদ) থেকে, যার অর্থ জানা। 'বিদ্যা' শব্দও এখান থেকে এসেছে- **"বিদ্যতে অনেন ইতি বেদঃ"**। বেদের অর্থ জ্ঞান। বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য বলেছেন, **"ইষ্ট প্রাপ্তি অনিষ্ট পরিহারয়ো অলৌকিকম্ উপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ"**- যে গ্রন্থ থেকে ইষ্ট লাভ ও অনিষ্ট পরিত্যাগের অলৌকিক উপায় জানা যায় তাই বেদ।

বেদ অপৌরুষেয়, কোনো ব্যক্তিবিশেষের মুখনিঃসৃত নয়। স্বয়ং প্রকাশিত বেদমন্ত্র ঈশ্বরের নিঃশ্বাস বলে বিশ্বাস- যা বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কণ্ব, অঙ্গিরা, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ ঋষিদের গভীর চিন্তন, মনন ও ধ্যানলব্ধ। ব্রহ্মর্ষিগণ মন্ত্রগুলির স্রষ্টা নন, অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান ভাবরাশির আধ্যাত্মিক দ্রষ্টা বা আবিষ্কর্তা মাত্র। মৌলিক ধর্মগ্রন্থ মাত্রই অপৌরুষেয় বা দৈববাণী মনে করার স্বাভাবিক কারণ বাণীগুলি পড়লে অনুমান হয় ঋষিগণ অনুপ্রাণিত হয়েই রচনা করেছেন। এর মধ্যে অনুভবের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব আছে। এই স্বতঃস্ফুরণ যখন যে সময়ে যে মহামানবের মনেই ঘটুক তখন তাকে স্বর্গীয় বা দৈব প্রেরিত বলা চলে। বেদ ঋষিদের কল্পনা বিলাসের প্রকাশমাত্র নয়, সমগ্র জাতির বহু শতাব্দীর অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রামাণ্য ইতিহাস।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ গভীর ভাবে ধ্যান করতে, সুন্দরকে দেখতে ও সৌন্দর্যের উপাসনা করতে শিখেছে- যে সুন্দর বিশ্বভুবনে, যে সুন্দর জ্যোতিষ্কের জ্যোতিখচিত আকাশে, যে সুন্দর বজ্রবিদ্যুতের রেখায় রেখায় তার সামনে ফুটে উঠেছে। মানুষ বিস্মিত হয়েছে, তার মন আনন্দে গেয়ে উঠেছে। সেই গান সে অর্ঘ্যরূপে বিশ্বকে উৎসর্গ করেছে। মানুষের চিন্তার এই বাণীরূপ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় বেদমন্ত্রে। বেদ প্রথমে লিখিত আকারে ছিল না, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তাই বৈদিক স্তোত্রগুলিকে শ্রুতিও বলা হতো।

বৈদিক যুগে ঋষি প্রকৃতির বক্ষে যেখানেই শক্তি বা সৌন্দর্যের উৎস আবিষ্কার করেছেন তার উপর দেবত্ব আরোপ করে তার জন্য স্তুতি বা স্তোত্র রচনা করেছেন। এদের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে দেবতা বলে কল্পনা করা হয়েছে। এইভাবে অগ্নি, বরুণ, বায়ু, সূর্য, ঊষা প্রভৃতি দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। 'দেবতা' শব্দের অর্থ বিষয়বস্তু। নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, 'দেব' শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যিনি দান করেন তিনি দেব, যিনি দীপ্ত হন বা দ্যোদিত হন তিনি দেবতা এবং যিনি দ্যুস্থানে থাকেন তিনিও দেবতা – **"দেবো দানাদ্ বা দোপনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা"**। এই সংজ্ঞা ঋক্‌বেদের দেবতাগুলি নির্ণয়ে সহায়ক নয়। বৈদিক দেবতা দুই প্রকার- নিত্য ও অনিত্য। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বহু দেবতা আছেন। ইন্দ্র নিত্য ও প্রসিদ্ধ দেবতা। বেদের দেবতাদের সংখ্যা নিয়ে মতান্তর আছে। ঋগ্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলে ঋষি বৈবস্বত মনু দৃষ্ট আঠাশতম সূক্তের প্রথম ঋকে ৩৩

দেবতার উল্লেখ আছে- **"ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো"**। এঁরা 'দেবতাগণ' বা 'বিশ্বদেব' নামে পরিচিত। দ্যুলোকে এগারো, ভূলোকে এগারো এবং অন্তরীক্ষেও এগারো। ব্রাহ্মণগ্রন্থে বলা হয়েছে- অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, প্রজাপতি ও বষট্‌কার (অগ্নি)। যাস্কের মতে মাত্র তিনটি দেবতা আছেন – **"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবী স্থানো বায়ুরিন্দ্রো বাহন্তরীক্ষ স্থানঃ সূর্যো দ্যুঃস্থান"**। অগ্নি পৃথিবীলোকের, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষলোকের এবং সূর্য দ্যুলোকের দেবতা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে কোনো সম্বন্ধের মধ্য হইতে আমরা মঙ্গল লাভ করি সেই সম্বন্ধের মধ্যেই আমরা আদি মঙ্গলশক্তিকে স্বীকার করিতে চাই। সেই সকল উপলক্ষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মঙ্গলময়কে সুদূর স্বর্গে স্থাপন পূর্বক পূজা করা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে।" ... "পিতামাতাকে যখন আমরা দেবতা বলি তখন এ মিথ্যাকে মনে স্থান দিই না যে তাঁহারা বিশ্বভুবনের ঈশ্বর বা তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি আছে। তাঁহাদের দৈন্য দুর্বলতা তাঁহাদের মনুষ্যত্ব সমস্তই আমরা নিশ্চিত জানি। কিন্তু ইহাও সেইরূপ নিশ্চিত জানি যে ইহারা পিতামাতারূপে আমাদের যে কল্যাণ সাধন করিতেছেন সেই পিতৃমাতৃত্ব জগতের পিতামাতারই প্রকাশ।"

"কারিগর তাহার যন্ত্রকে প্রণাম করে, যোদ্ধা তাহার তরবারিকে প্রণাম করে, গুণী তাহার বীণাকে প্রণাম করে- ইহারা যে যন্ত্রকে যন্ত্র বলিয়া জানেন না তাহা নহে। কিন্তু ইহাও জানে যে যন্ত্র একটা উপলক্ষ্য মাত্র, যন্ত্রের মধ্য হইতে সে যে আনন্দ বা উপকার লাভ করিতেছে তাহা কাঠ বা লোহার দান নহে, কারণ আত্মাকে আত্মীয় ছাড়া কোনো সামগ্রী মাত্র স্পর্শ করিতে পারেনা।"

দেবতাদের উদ্দেশে রচিত স্তোত্র নিয়েই বেদের জন্ম। এই স্তোত্রের নাম 'সূক্ত'। সূক্তগুলি রচিত হয়েছিল প্রাচীন ভাষায়। বেদে তা' ব্যবহৃত হয়েছে বলে আমরা তাকে 'বৈদিক ভাষা' বলি। ইরানের প্রাচীন দুটি আর্য ভাষা আবেস্তা ও প্রাচীন পারসীক ভাষার সাথে বৈদিক ভাষার অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। অনেক গবেষণার পর পণ্ডিতেরা প্রায় স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন, বৈদিক ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা এবং ভারতীয় ভাষা। বৈদিক ভাষা খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে 'অষ্টাধ্যায়ী'র বৈয়াকরণিক পাণিনির দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে **'সংস্কৃত'** ভাষা নামে অভিহিত হয়েছিল। সূক্তগুলির উপাদান কয়েকটি 'মন্ত্র'। মন্ত্র হলো দেবদেবীর মহিমাব্যঞ্জক বাক্য। **"মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্র"**– আধ্যাত্মিক অথবা অলৌকিক সংকেতসূত্র যা মনন করে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন, মায়াময় সংসার-সমুদ্র এবং সকল প্রকার অবিদ্যা হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। মন্ত্রগুলির সংকলনই বেদ বা জ্ঞান।

প্রথমে বেদ ছিল একটাই- মন্ত্র, গান, যজ্ঞীয় কর্ম সব মিলেমিশে পিণ্ডিত অবস্থায়। মন্ত্রগুলি সুচারু রূপে সংগ্রহ ও সম্পাদনার কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার প্রথম কৃতিত্ব পরাশর-নন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের। মন্ত্রাংশগুলি বেছে ঋগ্‌বেদ, গেয় অংশগুলি পৃথক করে সামবেদ, আহুতি দিতে লাগে এমন মন্ত্রাদি নিয়ে যজুর্বেদ এবং মারণ, উচাটন, অভিচার, শান্তিক্রিয়া এবং কিছুটা রাজধর্মের বিষয়বস্তু নিয়ে অথর্ববেদকে পৃথক করে ফেলা হলো। তিনি এইভাবে বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করে বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। বেদ সম্পাদনার কাজ দ্বৈপায়নের অনেক আগেই আরম্ভ হয়েছিল। যাঁরা একটু একটু করে বেদকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সাজাতে শুরু করেছিলেন তাঁদেরই 'ব্যাস' বলা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে অন্তত আটাশ জন ব্যাসের নাম পাওয়া যায়। অতি আশ্চর্য, এঁদের অন্যতম আদিকবি বাল্মিকীও! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

পূর্বসূরিদের প্রারব্ধ কাজ যোগ্যতর, সুষ্ঠুতর ভাবে শেষ করেন। ফলে অন্য সবাইকে ছাপিয়ে নিজ যোগ্যতায় বেদের বিভাজক হিসেবে পরিচিত হলেন ব্যাসদেব।

মন্ত্রগুলিকে 'ঋক' বলে। ঋক সমূহের সংগ্রহ গ্রন্থের নাম ঋগবেদ। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে রচিত ঋগবেদ সনাতন ধর্মের প্রথম গ্রন্থ এবং প্রাচীনতম আর্যধর্ম ও সভ্যতার অকৃত্রিম প্রতিচ্ছবি। ঋক, সাম ও যজু এই তিন বেদ 'ত্রয়ীধর্ম' নামে অভিহিত। বেদত্রয়ীর মূল লক্ষ্য স্তবস্তুতির দ্বারা প্রশস্তি জ্ঞাপন করে বৈদিক দেবগণের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন। সূক্ত নিয়ে গঠিত বেদের মূল অংশকে বলা হয় **'সংহিতা'**। মন্ত্রগুলির প্রয়োগ বিধি বেদের যে অংশে আছে তাকে **'ব্রাহ্মণ'** বলে। একটি শ্রৌতসূত্রে বলা হয়েছে, **"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্"** – অর্থাৎ সংহিতা অংশ যেখানে সূক্তগুলি আছে এবং ব্রাহ্মণ অংশ যেখানে যজ্ঞের বিধি নির্দেশ করা হয়েছে- এই নিয়ে বেদ। অথর্ববেদের উদ্দেশ্য সংসারে মানুষের জীবনযাপনের উন্নতি বিধান। এর অনুক্রম আয়ুর্বেদ এবং ভেষজ ও চিকিৎসাবিদ্যা। অথর্ববেদে যজ্ঞের ব্যবহার নাই বলেই সম্ভবত 'ত্রয়ী'র মধ্যে ধরা হয় না। বেদের 'সংহিতা' অংশ বৈদিক ভাষায় রচিত, কিন্তু পরবর্তীকালে রচিত 'ব্রাহ্মণ' সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থিত। যাঁরা চতুর্থ বেদ মানেন না তাঁদের 'ত্রিবেদী' বলা হয়, যাঁরা মানেন তাঁরা 'চতুর্বেদী'।

সে যুগে ধর্মের প্রধান উৎস ছিল বিশ্বের মূল শক্তির প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করে ঈপ্সিত ফল প্রার্থনা। প্রশস্তি জ্ঞাপন এবং প্রার্থনা নিবেদনে স্তোত্রপাঠ ছাড়াও কিছু আনুসঙ্গিক ক্রিয়া থাকত। আনুষ্ঠানিক পর্ব রূপ নিত যজ্ঞানুষ্ঠানের। যজ্ঞের উপকরণ ছিল খুব সরল। বেদি তৈরি করে তার উপর সমিধ (কাঠ) দিয়ে আগুন জ্বালানো হতো, আগুনে ঘিয়ের আহুতি দেওয়া হতো, সঙ্গে বৈদিক মন্ত্র পাঠ বা সুরে গাওয়া হতো। ভাবগম্ভীর সমাবেশে অনেকের সাহচর্যে যজ্ঞানুষ্ঠান হতো। যজ্ঞের সংজ্ঞা হলো 'দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ'। যাঁর কল্যাণ কামনায় যজ্ঞ করা হয় তিনি **'যজমান'**। যাঁরা যজ্ঞ করতেন তাঁরা **'ঋত্বিক'**। ঋত্বিকদের আবার ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ছিল। যিনি সূক্ত পাঠ করতেন তিনি **'হোতা'**। তার পাঠন মন্ত্রের সংকলন **'ঋক সংহিতা'**। ঋগবেদের মন্ত্র সংখ্যা ১০৫৫২। যিনি সূক্ত গান করে পাঠ করতেন তিনি **'উদ্গাতা'**। তাঁর গেয় মন্ত্রের সংকলন **'সাম সংহিতা'**। সামবেদের মন্ত্র সংখ্যা ১৮৭৫। সামবেদের ৭৫টি বাদ দিলে বাকি সব মন্ত্র ঋগবেদ থেকে নেওয়া। ঋক 'মিত' অর্থাৎ পদবদ্ধ কবিতা। সামও ছন্দবদ্ধ এবং তা সুরে বাঁধা সংগীত রূপে গেয়। অর্থাৎ সামবেদ-সংহিতা সংগীত গ্রন্থ। এর দুই ভাগ – **'আর্চিক'** ও **'গান'**। যে গ্রন্থে কেবল সংগীতের সংকলন আছে তার নাম **'আর্চিক'**। আর্চিকের দুই ভাগ – পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক। পূর্বার্চিকের মন্ত্রগুলি দেবতা ও ছন্দ অনুসারে এবং উত্তরার্চিকের মন্ত্রগুলি যজ্ঞবিধি অনুসারে সাজানো হয়েছে। যে গ্রন্থে সেই সংগীতের স্বরলিপি আছে তার নাম **'গান'**। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন **"বেদানাং সাম বেদোঽস্মি"** (১০/২২) – বেদসমূহের মধ্যে আমি 'সামবেদ'। ঋগবেদের গেয় সূক্তগুলির সংকলন সামবেদকে বেদের সারসংকলন বলা যায়। যিনি অগ্নিতে আহুতি দিতেন তিনি **'অধ্বর্যু'**। সেই সময় যে মন্ত্র উচ্চারণ হতো তার সংকলন **'যজুঃ সংহিতা'**। যজুর্বেদের দুইটি অংশ– শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদ। যজুর্বেদের মন্ত্র সংখ্যা ১৯৭৫। যজুঃ 'অমিত' অর্থাৎ ঋক ও সামের মতো ছন্দবদ্ধ নয়। অথর্ববেদের মন্ত্র সংখ্যা ৫৯৭৭। চার বেদের মোট মন্ত্র সংখ্যা ২০৩৭৯।

বৈদিক সাহিত্য অতি প্রাচীনকালে শতাধিক বছর ধরে রচিত হয়েছে। বেদের সংকলন কাল খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। সে ক্ষেত্রে ঋক্‌বেদের রচনাকাল আরো আগে। এসব নিয়ে অবশ্য গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

বহু দেবতাবাদ থাকলেও বেদের যুগে সাকার উপাসনা বা মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। সকল দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হতো। সমাজে স্ত্রীজাতির বিশেষ সম্মানের আসন ছিল। বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা সাত জন ঋষি রমণীর নাম পাওয়া যায় – লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, ঘোষা, সূর্যা, বাক্‌ এবং ইন্দ্রাণী। স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে একত্রে বসে যজ্ঞ অংশ নিতেন। মেয়েদের জন্য মৌঞ্জী বন্ধনের ব্যবস্থা ছিল। শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে মৌঞ্জীবন্ধন উপনয়নকে সূচিত করে। তাদের গায়ত্রীমন্ত্র জপ এবং অধ্যাপনেরও অধিকার ছিল। ঋগ্‌বেদের যুগে সম্ভবত বিধবাবিবাহও প্রচলিত ছিল। বেদের যুগে ভক্তিবাদ এবং জন্মান্তরবাদের ধারণাও ছিল না।

বেদ-উপনিষদে কোথাও বলা হয় নি বেদবিদ্যা বিশেষ শ্রেণির কুক্ষিগত, বেদে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। পুরোহিত শ্রেণির ব্রাহ্মণগণ এদের কুক্ষিগত করেছিল। বেদ বিভাজনের পর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব শিষ্য পৈলকে শিক্ষা দিলেন ঋগ্‌বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ এবং সুমন্তকে অথর্ববেদ। এই চার প্রধান শিষ্য ছাড়াও সম্পূর্ণ বেদ-শিক্ষা লাভ করলেন ব্যাসপুত্র শুকদেব। শিক্ষালাভের পর চার শিষ্য পৈল, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন ও সুমন্ত একান্তে ব্যাসদেবের কাছে বিনীত প্রার্থনা জানালেন সম্পূর্ণ বেদ যেন গুরুপুত্র শুকদেব সহ এই পাঁচ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, **"ষষ্ঠো শিষ্যো ন তে খ্যাতিং গচ্ছেদত্র প্রসীদ নঃ"**- ষষ্ঠ কোন শিষ্য যেন এর অধিকারী না হন। বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেব প্রার্থনা স্বীকার বা অস্বীকার কোনটিই না করে প্রকারান্তরে যা বললেন তার অর্থ দাঁড়ায়- বেদবিদ্যাকে আবদ্ধ রাখা চলবে না। বললেন, **"ভবন্তো বহুলাঃ সন্তু বেদো বিস্তার্য্যতাময়ম্‌"**- তোমরা পাঁচজনই অনেক হও, তোমাদের শিষ্য-প্রশিষ্যের পরম্পরায় বিস্তারিত হোক এই বেদবিদ্যা। বেদবিদ্যা বিশেষ শ্রেণির কুক্ষিগত থাকাকে মহামুনি ব্যাস কখনো সমর্থন করেন নি। মহাভারতে বেদব্যাস বলেছেন, শুদ্ধাচার সদাচার এবং পরম জ্ঞানের ধারক এবং বাহক যাঁরা সেই ব্রাহ্মণেরা প্রমুখ আসনে বসে থাকুন, কিন্তু তাদের সামনে রেখে চতুর্বর্ণকেই বেদ শ্রবণ করাতে হবে- **"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্‌ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ"**।

ব্যাসদেবের মধ্যে ঋষিসত্তার চেয়ে মানুষের মমতাময়ী সত্তাই ছিল বড় বলে জাতিভেদ-দীর্ণ সমাজে বসেও তিনি উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন মানব-ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক বাণী, **"ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"**- "মানুষের চেয়ে নহে কিছু মহীয়ান"।

(লেখক পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

WHOLESALE/RETAIL EAST INDIAN GROCERY, BEEF, GOAT, LAMB & CHICKEN

MILLWOODS GROCERY & HALAL MEAT INC.

9232 34 Ave NW, Edmonton, AB T6E 5P2

Phone: (780) 485-3504 | Fax: (780) 485-3502

Fish: Hilsa, Rohu, Boal, Katla and many more types available at unbeatable prices! Contact: Khawaja, Abdur-Rahmin

PIZZA 786

Located Inside: Millwoods Grocery Halal Meats

Phone: (780) 485-3510

Sun ! Mon "11:00 am ! 7:00 pm"
Wed ! Sat "11:00 am ! 8:00 pm"
Tue 'Closed"

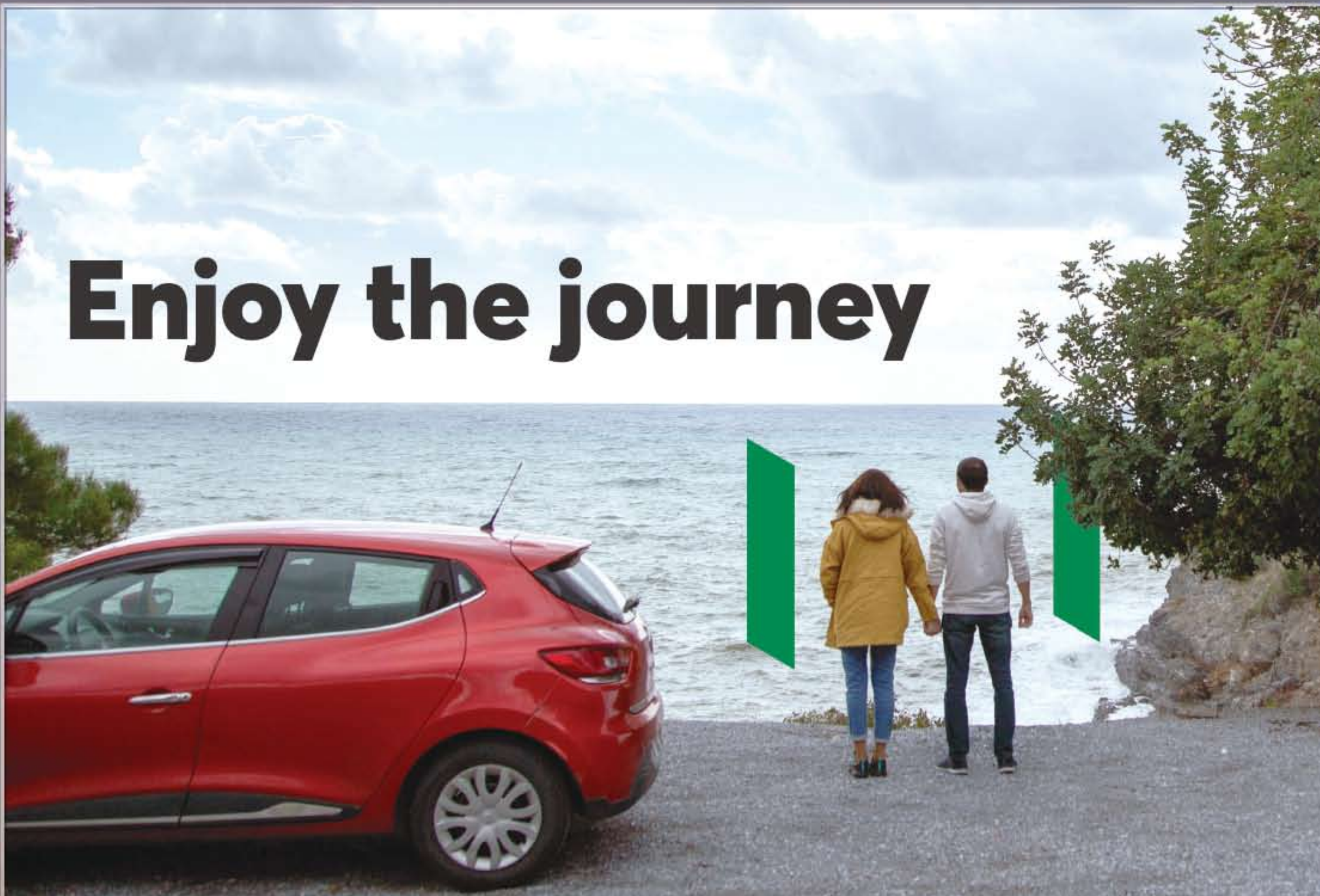

Kishore Chowdhury, Agent
124-270 Baseline Rd
Sherwood Park AB T8H 1R4
780-449-7224
www.sherwoodparkinsurance.com

I'll take care of the rest

I'm here to take the guesswork out of finding the right auto insurance for your unique needs.

Contact me for a quote today.

Stop in, call or click.

Desjardins Insurance

192095OCN

Desjardins Insurance refers to Certas Home and Auto Insurance Company, underwriter of automobile and property insurance or Desjardins Financial Security Life Assurance Company, underwriter of life insurance and living benefits products.

Desjardins, Desjardins Insurance and related trademarks are trademarks of the Fédération des caisses Desjardins du Québec, used under licence.

PARHAR
DENTAL GROUP

Dr. Jatinder Parhar
Dr. Gaurav Sharma
Dr. Pawan Nyachhyon
Dr. Ahmed Zafar
Dr. Amrit Gill
Dr. Pragti Bimra

(780) 450-6200

Millwoods Office
4222 66 Street NW
Edmonton, AB
T6K 4A2

North Office
Unit-6, 12981 50 Street
Edmonton, AB
T5A 3P3

DTown Dental
10607 – 109 Street
Edmonton; AB
T5H 3B5

$$ SAVE YOUR TAX $$

K.P. Accounting & Tax Services

9133 - 35 Avenue; Edmonton; AB T6E 5Y1

* INDIVIDUAL TAX RETURNS
* INCORPORATION OF COMPANIES
* PAYROLL, T4'S
* CORPORATE TAX RETURNS
* TAX RETURNS FOR SELF EMPLOYED
* SMALL BUSINESS SETUP & BOOKKEEPING
* ACCOUNTING & G.S.T. RETURNS
* FINANCIAL STATEMENTS

FOR FAST REFUND USE E-FILE

KAPIL SHARMA

For appointment

Phone: (780) 469-2677 or (780) 466-2014

Fax: (780) 469-2026

ELLERSLIE
DENTAL STUDIO

Accepting New Patients!

At Ellerslie Dental Studio our mission is to provide quality care for families throughout Edmonton. Our highly trained team provides the highest level of dedicated care with the newest technology and a smile behind it.

SERVICES OFFERED:

- ALL GENERAL DENTISTRY SERVICES
- CLEANINGS
- PERIODONTAL DISEASE MANAGEMENT
- IV SEDATION AND NITROUS
- CHILDREN'S DENTISTRY
- BOTOX
- WISDOM TOOTH REMOVAL AND ORAL SURGERY
- SNORING AND SLEEP APNEA TREATMENT
- ORTHODONTICS AND INVISALIGN
- CROWN AND BRIDGE
- COSMETIC DENTISTRY
- PROFESSIONAL WHITENING
- LASER DENTISTRY
- IMPLANTS

780-455-7645

Call us to book an appointment or request an appointment online

www.ellersliedentalstudio.com

DR. ASHIM GOSWAMI BMEDSC, DDS

Delicious Buffet
Exquisite À la carte
Indo-Chinese
Happy Hours
Party Hall
Patio
Haweli™
Indian Kitchen & Bar
Reservations:
www.haweli.ca
CELEBRATING
20 YEARS
ANNIVERSARY
South Common
2104 99 St NW
Edmonton AB T6N 1L2
780.469.7007
HAWELI Indian Kitchen + Bar

HARVEST
POINTE DENTAL

Wishing you and
your family
Happy Durga Puja

GOLD+
INVISALIGN
PROVIDER

Creating beautiful smiles for healthy lifestyles

Dr. Sanjay Sharma

Dr. Sue Chand

Dr. Rajkaran Ubhi

We Offer

- Cosmetic family dentistry
- Braces & Invisalign
- Crowns, Bridges & Porcelain Veneers
- Dentures
- TMJ treatment & Mouthguards
- Teeth Cleaning & Gum Disease Prevention
- Fillings, Sealants & Root Canal
- Teeth bonding
- Extractions & wisdom teeth removal
- Teeth Whitening
- Oral Cancer screening

OUR HOURS

Monday:	9:00 a.m. - 7:00 p.m.
Tuesday:	9:00 a.m. - 7:00 p.m.
Wednesday:	9:00 a.m. - 7:00 p.m.
Thursday:	9:00 a.m. - 7:00 p.m.
Friday:	9:00 a.m. - 4:00 p.m.
Saturday:	9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Abhi's
Photography

Portraits
Family
Weddings

abhisphotography.com

abhisphotographyy@gmail.com
7803409584
@abhii.ca

TABLA

Classes with

Ananda Saha

An Experienced Teacher &
Well-known Performer.
Classes available in SW Edmonton.

780-237-9584
ananda.saha@gmail.com

THE ROYAL PALACE

WEDDING PARTIES BIRTHDAYS FESTIVALS MEETINGS

PH: 780 395 0395 RAJA NAGPAL: 780 850 9899

4960 93 AVE NW, EDMONTON, AB T6B 2L6

ROYAL SWEETS & RESTAURANT

PH: 780 606 6666

royalsweetsandrestaurant.com

5065 22 Ave SW, Edmonton, AB T6X 1A4

ROYAL BISTRO

PH: 780 850 9899

royal-bistro.ca

9995 178 St NW, Edmonton, AB T5T 6H4

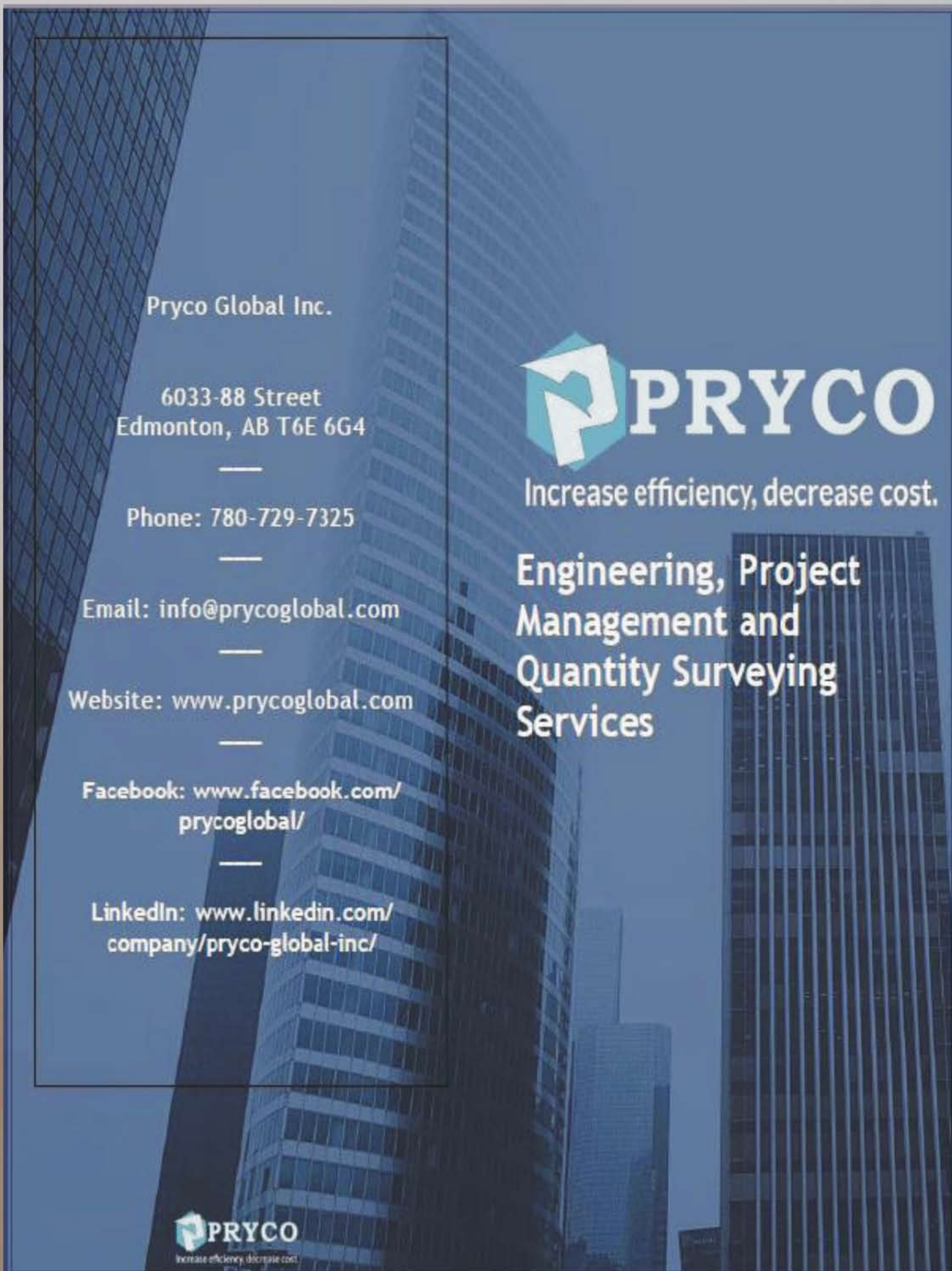
Pryco Global Inc.
6033-88 Street
Edmonton, AB T6E 6G4
Phone: 780-729-7325
Email: info@prycoglobal.com
Website: www.prycoglobal.com
Facebook: www.facebook.com/prycoglobal/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/pryco-global-inc/
PRYCO
Increase efficiency, decrease cost.
Engineering, Project Management and Quantity Surveying Services
PRYCO

HERITAGE LAW OFFICES

BARRISTERS & SOLICITORS

We've moved to Windermere Plaza!

Unit #410, 316 Windermere Rd.
Edmonton, AB T6W 2Z8

---

30 Years of Quality Legal Representation

Real Estate - Wills & Estates - Corporate Law - Family Law - Civil Law

Walk-In Notaries Always Welcome!

Ample Free Parking - Easy South Access

James W. Kadavil

j.kadavil@heritagelaw.com

Mary Alyce Heaton

ma.heaton@heritagelaw.com

Contact our team for a consultation today!

780-436-0011

DIPESH C MISTRY
Barrister & Solicitor
PROUDLY SERVING THE BENGALI COMMUNITY
CALL US: 780.461.3224
LEGAL SERVICES
REAL ESTATE PURCHASE
REAL ESTATE SALE
MORTGAGE FINANCING
WILLS & ESTATES
IMMIGRATION APPLICATIONS
IMMIGRATION APPEAL
INCORPORATION & CONTRACTS
DISPUTE RESOLUTION
NOTARY SERVICES
SERVING EDMONTON & SURROUNDING AREAS FOR OVER 10 YEARS.
AVAILABLE FOR WEEKEND & EVENING APPOINTMENTS
CONTACT US TODAY!
ADDRESS
Edmonton, Alberta
Office: 780.461.3224
Cell: 780-721-9833
Fax: 780-462-0213
dipesh@dcm-law.ca
www.dcm-law.ca

Sports Plus Physiotherapy

Serving you at 4 clinics

Millwoods Sports Plus: 780-466-9900 | 210, 2603 Hewes Way, near Millwoods Library
Millbourne Sports Plus: 780-469-3540 | 158 Millbourne Market Mall, inside the mall
WalkerLakes Sports Plus: 780-466-9902 | 66th Street & Ellerslie Rd.
Windermere Massage & Sports Physio: 780-760-3456 | 205, 6055 Andrews Way **NOW OPEN!!**

WE OFFER:

- ✓ Auto accident Injury program
- ✓ Work-related (WCB) Injury Rehab
- ✓ Acute & Chronic Orthopedic and Sports Injury Rehab
- ✓ Footmaxx computerized Orthotics
- ✓ Rehabilitation after surgery or fracture
- ✓ Treatment for joint pain, back and neck pain, muscle strains or ligament sprains, sciatica, carpal tunnel, plantar fasciitis, nerve entrapments

NO DOCTOR REFERRAL IS REQUIRED; SAME DAY OR NEXT DAY APPOINTMENTS AVAILABLE

WE PROVIDE:

- ✓ Application of various modalities including IMS
- ✓ Manual therapy to reduce pain and stiffness
- ✓ Mobility and flexibility improvement
- ✓ Strengthening and therapeutic exercise programs; general conditioning regimes
- ✓ Education on prevention, pain management, women's health issues
- ✓ Gait and balance retraining

MASSAGE THERAPY CAN BE USED IN ADDITION TO OR INDEPENDENTLY OF PHYSIOTHERAPY!

Physiotherapy **Massage**

www.millwoodsphysicaltherapy.com

SREEPATI DEY,
BScPT MSOM, MCISc FCAMPT,
CEO of Sports Plus Physiotherapy
along with the staff of all four Clinics
wish you and your community
a very pleasant and happy Durga Puja.

ENJOY the Festivities!

Leaders in physiotherapy,
sports injuries
and chronic pain management

Trusted Accounting
& Tax Services Inc.
Want to save Taxes?
If you answered "YES"
We are your solution
Services we provide
• Complete bookkeeping & accounting
• Payroll services, source deductions & T4's
• Business loan and finance
• Personal Tax Returns (T1)
• Corporate Tax Returns (T2)
• GST returns
• Small business setup advisor
• Assistance in new company incorporation
• Much More
LET OUR 20+ YEARS OF EXPERIENCE & EXPERTISE SOLVE YOUR PROBLEMS.
CALL US:
780-217-1717
2814 Calgary Trail NW Edmonton, AB T6J 6V7
www.trustedaccounting.ca

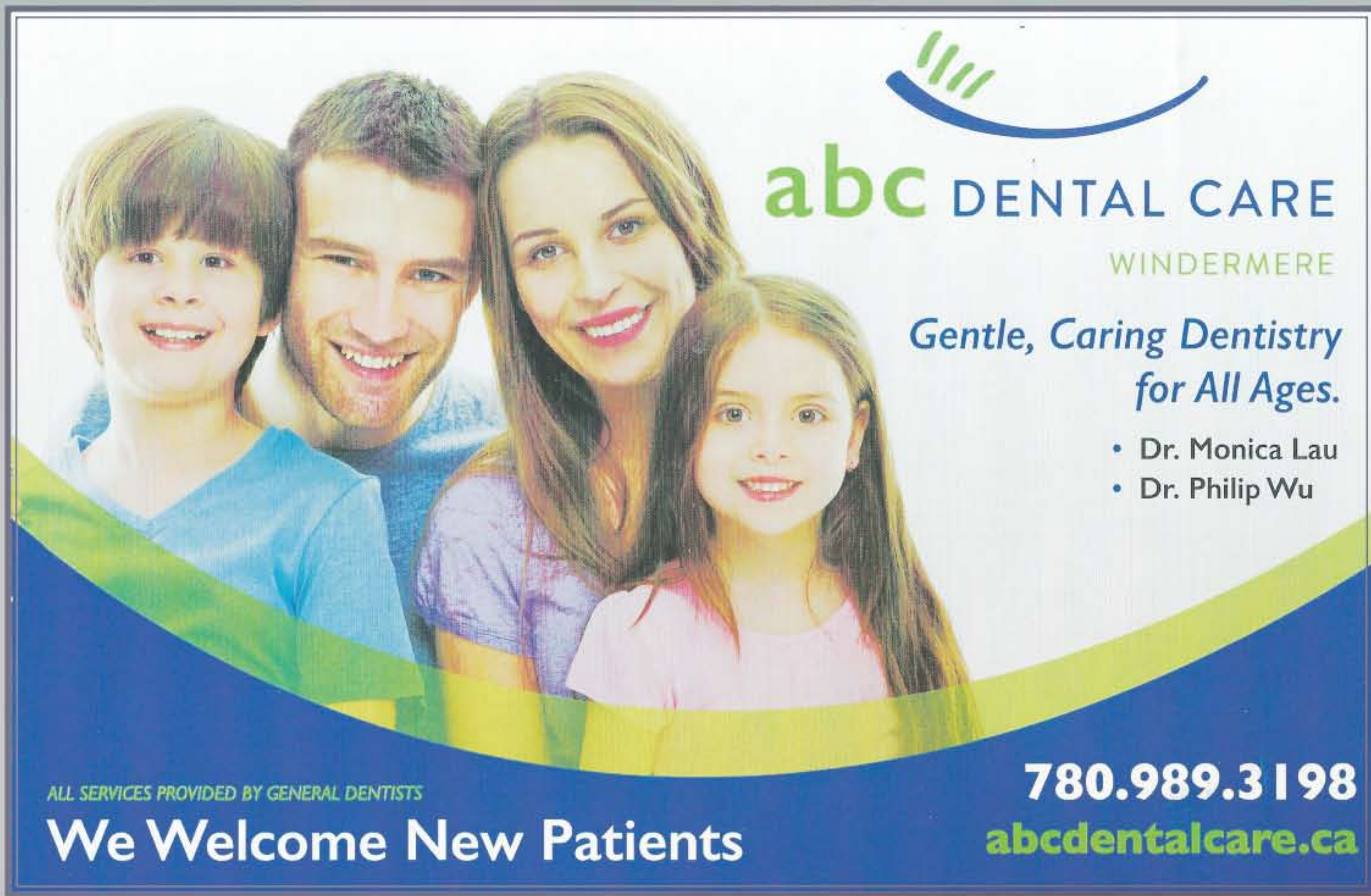
abc DENTAL CARE
WINDERMERE
Gentle, Caring Dentistry for All Ages.
• Dr. Monica Lau
• Dr. Philip Wu
ALL SERVICES PROVIDED BY GENERAL DENTISTS
We Welcome New Patients
780.989.3198
abcdentalcare.ca

Discounts and Deals
Vision Aids
Perfect Prescriptions
HERITAGE
VISION CARE
DR. BALRAJ KULLER
2065 - 111 Street NW, Edmonton, AB T6J 4V9
Phone: 780-433-4888 | Appts: 780-434-5333
info@heritagevisioncare.ca

Coulter Dalton Wolanski LLP

Our firm provides legal services for:

Corporate & Commercial

Trade-mark Law

Wills & Estates

Real Estate

101, 4209 – 99 St NW, Edmonton, AB T6E 5V7

780-637-8180

cdwlaw.ca CoulterDaltonWolanskiLLP reception@cdwlaw.ca

Sarees – Dresses – Accessories

PUJA GREETINGS

This Puja and for all Seasons, there is only one name you can trust for unique selection, friendly service and unbeatable price.

780-934-7265 runu@shaw.ca

facebook

mantra by RUNU

ALIF HALAL MEAT & GROCERIES
www.alifhalalmeat.ca 780-463-9722
3819 99 St NW, Edmonton AB T6E 6J1, Canada
Email: alifgroupltd@yahoo.com
Great Collection of Premium Quality Products
Exotic Food and Variety of Asian Food Ingredients
Open 7 Days (10 am - 8:00 pm) <> Enough Parking Facility
-: Competitive Price, Student & Senior Discount :-
-: Separate Cutting Machine <> Customer Satisfaction Guaranteed :-
Bangladeshi Fish
Fresh Meat
Fresh Seasonal Vegetables
Quality Products <> Competitive Price <> Satisfaction Guaranteed

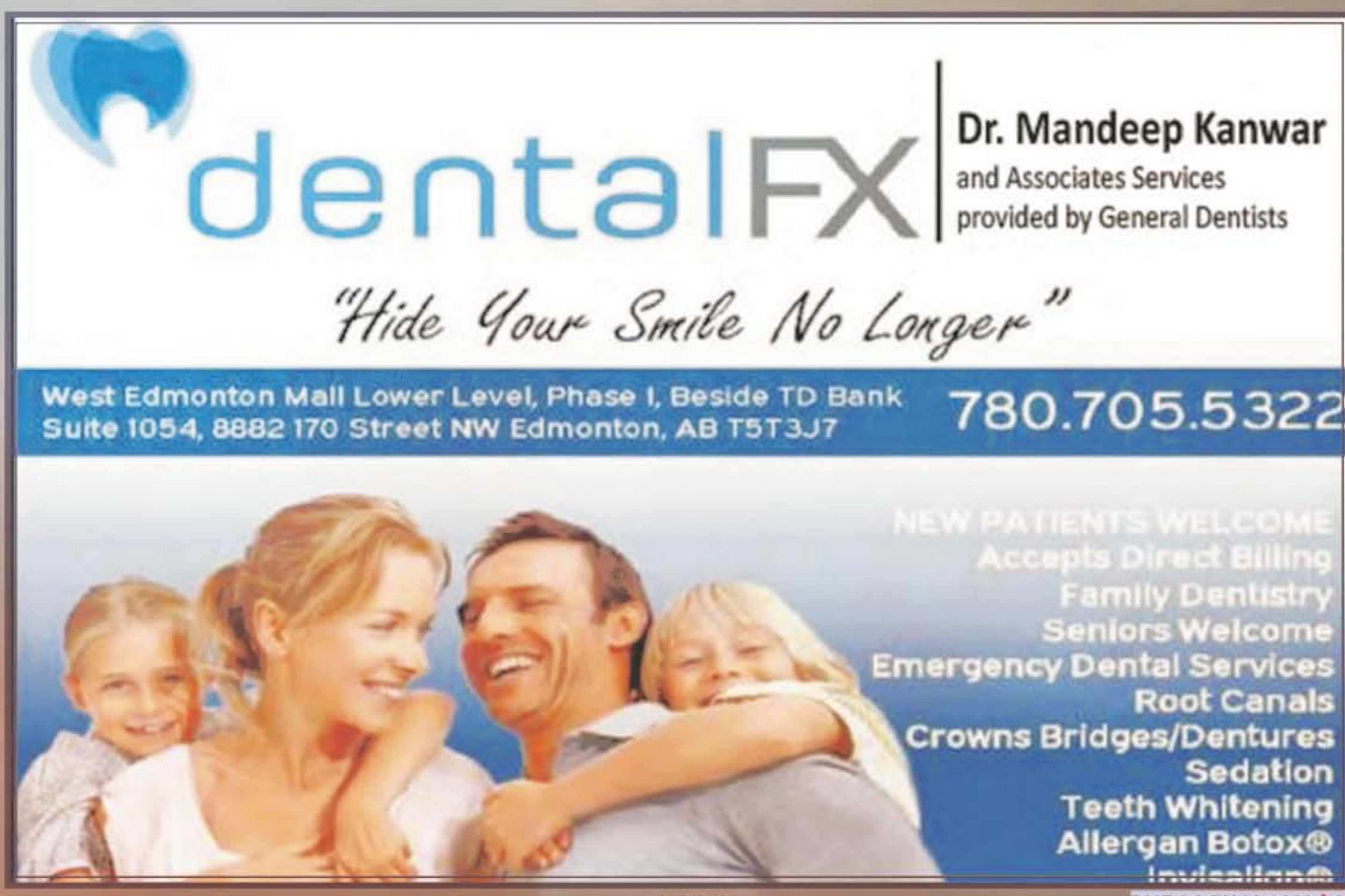
dentalFX
Dr. Mandeep Kanwar
and Associates Services
provided by General Dentists
"Hide Your Smile No Longer"
West Edmonton Mall Lower Level, Phase I, Beside TD Bank
Suite 1054, 8882 170 Street NW Edmonton, AB T5T3J7
780.705.5322
NEW PATIENTS WELCOME
Accepts Direct Billing
Family Dentistry
Seniors Welcome
Emergency Dental Services
Root Canals
Crowns Bridges/Dentures
Sedation
Teeth Whitening
Allergan Botox®

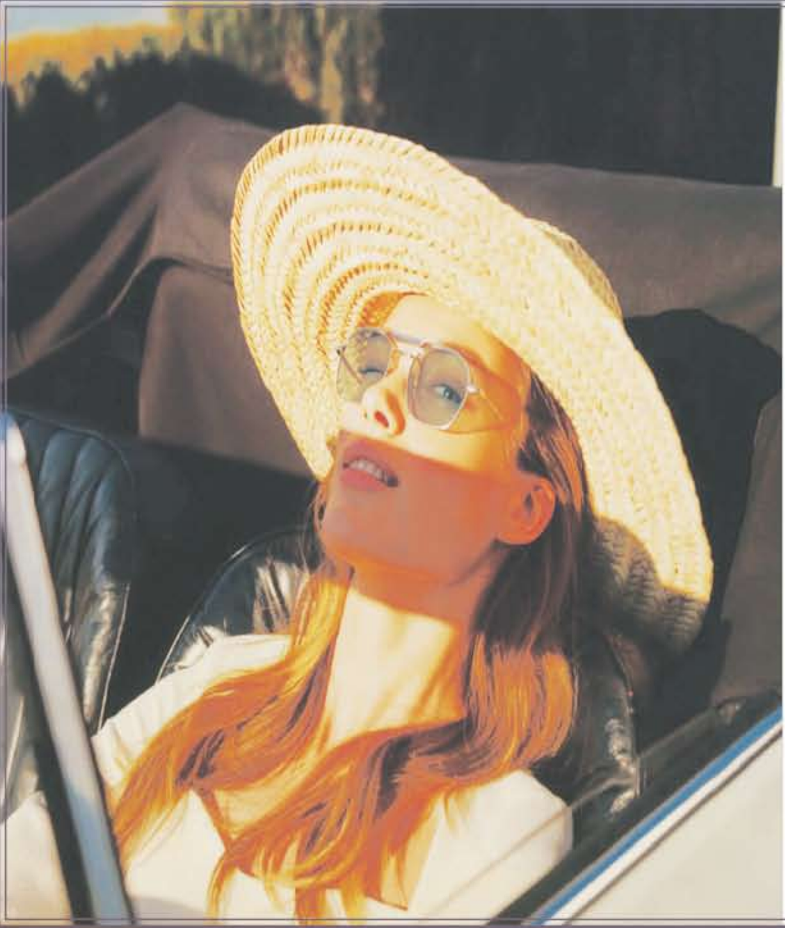

Smith & Wight

OPTICIANS

Glasses, Sunglasses, Contact Lenses, Eye Exams and More!

By Appointment

(780) 450-3808

etnia BARCELONA

ZEISS

HAUSER ORTHOTICS

a foot support system

HAUSER ORTHOTICS LTD
West Edmonton Mall
8882 – 170 Street NW
Edmonton, Alberta T5T 3J7
1987, PHASE 1

Contact
INGRID MONTANARI
Tel: (780) 413-1712
Email: hauserortho2015@gmail.com

HOURS

Monday:	10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Tuesday:	10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Wednesday:	10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Thursday:	10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Friday:	10:00 a.m. - 7:00 p.m.
Saturday:	10:00 a.m. - 7:00 p.m.
Sunday/Holiday:	12:00 a.m. - 5:00 p.m.

Millet PHARMACY
Proud to be your local Pharmacy
Tired of waiting around to get your prescriptions filled?
Here we are!
Pharmacy Open
7 Days a Week!
4818 - 50th Street, Millet, AB T0C 1Z0
Phone: (780) 393-0066 | Fax: (780) 393-0067
Email: milletpharmacy@gmail.com
• We offer FREE Prescription Delivery!
• Blood pressure monitoring device is FREE for eligible patients.
• First 100 patients would get 35% OFF.
Talk to our pharmacists.
Pharmacy Services:
Open Every Day
Blister Packaging
Vaccines & Health Consultations
Medication Reviews
Talk to our Pharmacist today to learn more!
Follow us on Facebook!
facebook.com/MilletPharmacy.AB
Our Front Store Items have the BEST PRICES in Town!
$10OFF

FOLLOW US:
Exclusive Designer's Collections:
• Gadwal
• Kanjivarm
• Tussor
• Silk
• Bangalore Silk
• Mysore Silk
• Chanderi Silk
• Upadda Silk
• Kora Silk
• Jute Banarsi
• Jute Net
• Lucknow Chicken
• Jamdani
• Chiffon with Sequence
• Anarkali
• Chiffon/Georgette
• Suits (Pakistan)
• Mens Kurta
• Pashmina Shawl
• Katan Silk
• Fashion Jewellery
And many more.......
SAMINAZ COLLECTIONS
Contact:
CANADA

NAAMAASTE
Z
DANCE SCHOOL
ZABRINA ZEENA MAJUMDER
1-780-838-9910
A BEAUTIFUL BLEND OF
TRADITIONAL INDIAN DANCE FORMS
WITH MODERN BOLLYWOOD ELEMENTS

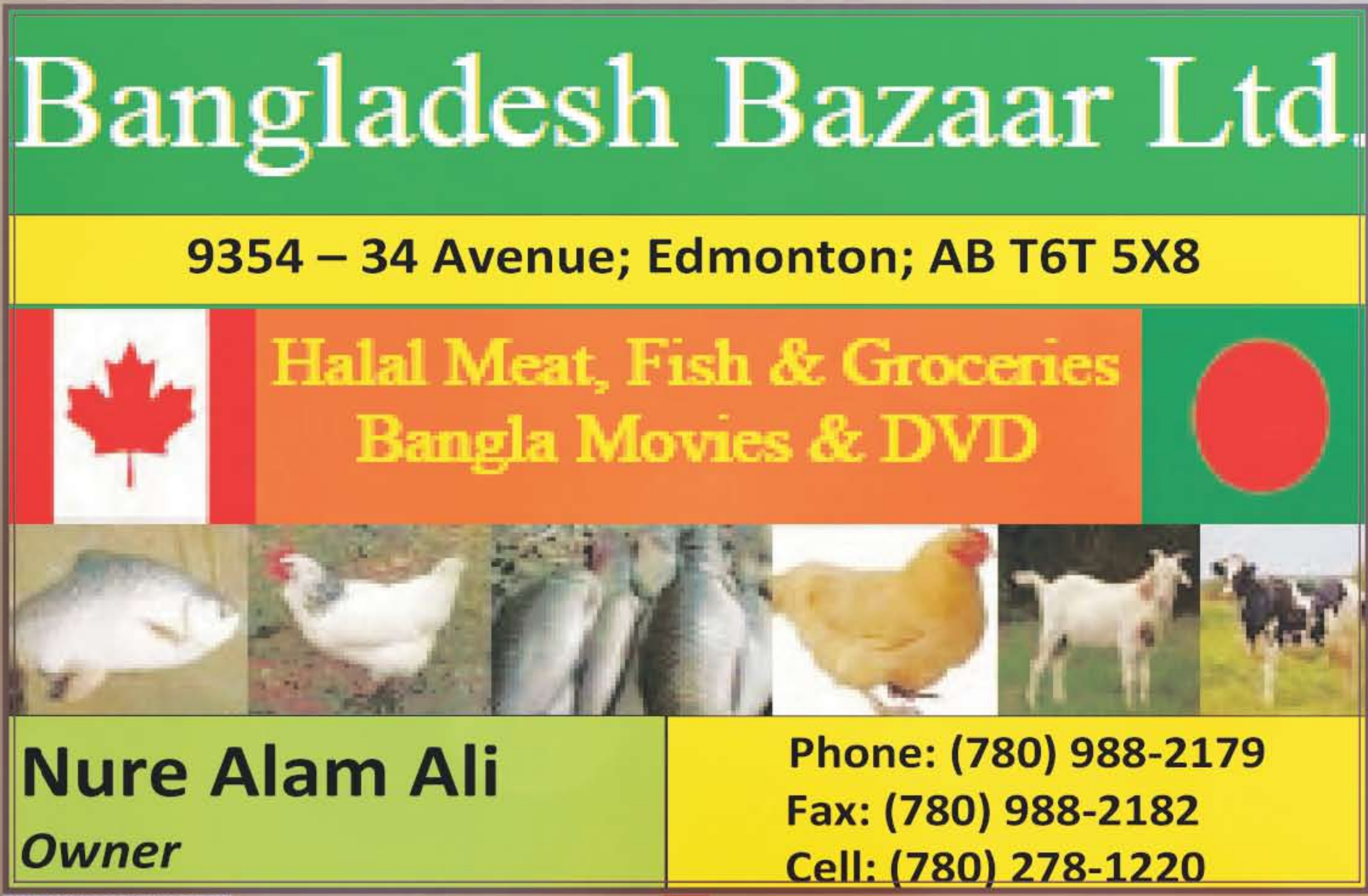
Bangladesh Bazaar Ltd.
9354 – 34 Avenue; Edmonton; AB T6T 5X8
Halal Meat, Fish & Groceries
Bangla Movies & DVD
Nure Alam Ali
Owner
Phone: (780) 988-2179
Fax: (780) 988-2182
Cell: (780) 278-1220

CLASSIFIED
AUTO REPAIR LTD.

- A/C SYSTEM
- ALTERNATOR
- BREAKS SERVICES
- COMPUTERIZED IGNITION
- ENGINE TUNE-UPS
- EXHAUST SYSTEM
- HEATING & COOLING

Ashoka Fernando

LICENSED AUTOMOBILE TECHNICIAN

Phone: 780-432-5656

Fax: 780-435-0011

classifiedautorepair@gmail.com

3215 92 Street NW, Edmonton, AB T6N 1B9

- INSURANCE INSPECTION
- OIL & FILTER CHANGE
- SUSPENSION AND STEERING
- TIMING BELT
- TIRE CHANGE AND BALANCING
- TRANSMISSION
- VEHICLE DIAGONISTIC

FOR ALL YOUR AUTO SERVICES AND SOLUTIONS

REFERRALS ALWAYS WELCOME

Jaswant　　Ranjit

MILLWOODS MEAT

www.millwoodsmeatshop.com

Specialists in
Best Quality Fresh Meat
Poultry & Special Fish

ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

South Side
1521 Millwoods Road (East)
Edmonton, AB T6L 5H1
Phone: (780) 465 - 6595

North Side
5571A-137 Ave (NW)
Edmonton, AB T5A 3L4
Phone: (780) 476 - 1373

Looking for Financial Advice?
We Provide following Financial Services:
Mortgage/Home Financing
Visitor/Super VISA Insurance
RESP, RRSP & TFSA
Life Insurance
Disability Insurance
Critical Illness
We welcome individuals who wish to start their career on a full or part time basis
Office: Suit #1, 6952 Roper Rd NW, Edmonton, AB T6B 3H9
SUDIP SINGHA
780-729-1315

CN Tax & Accounting
Maximum Tax Refund
Best Business of 2020
ThreeBest Rated
Excellence
Trusted Accounting Firm
Specialized in Personal Tax
Business Tax
Tax Saving Planning
780-289-3870

ISHAN

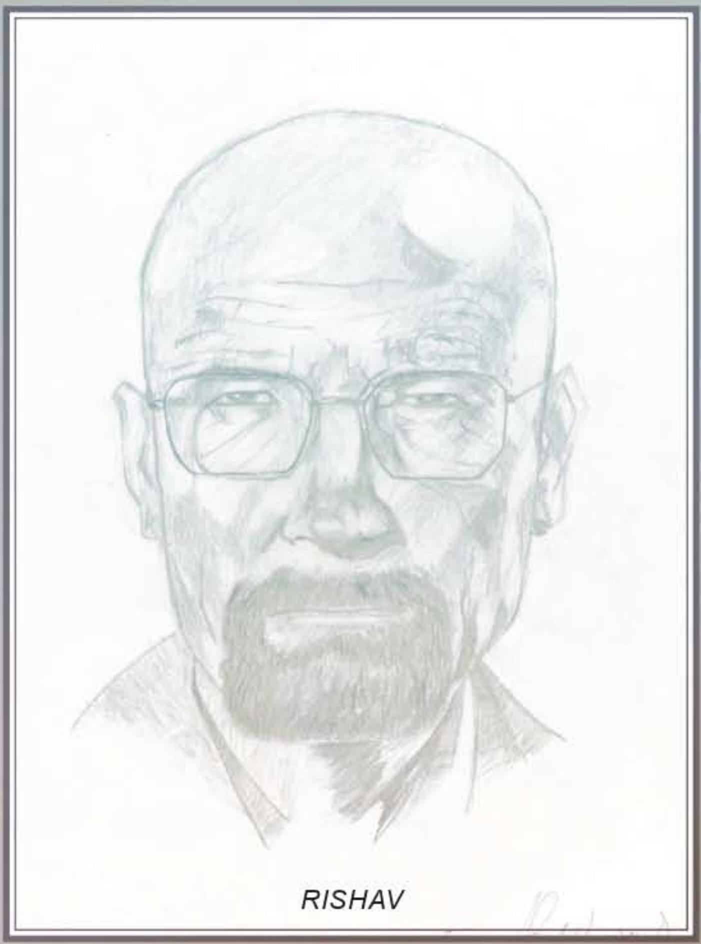

RISHAV

RENISA

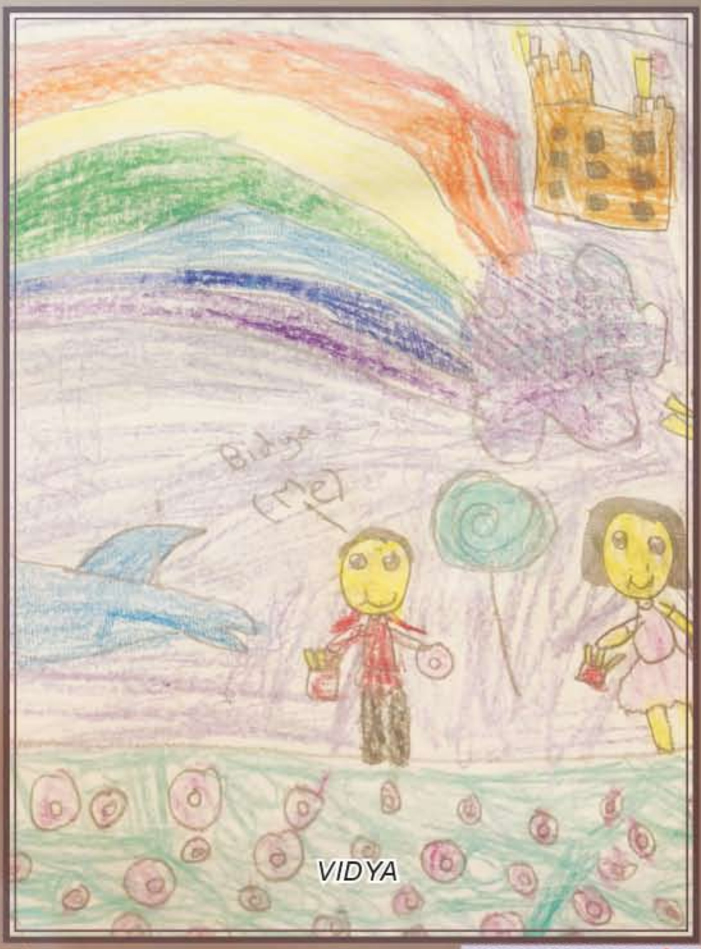

VIDYA

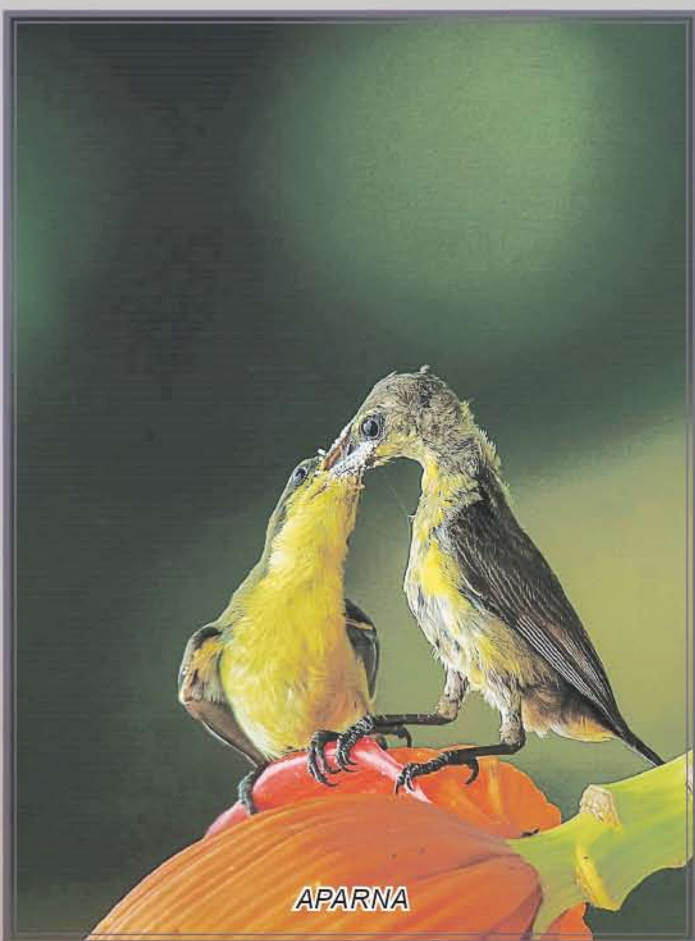

APARNA

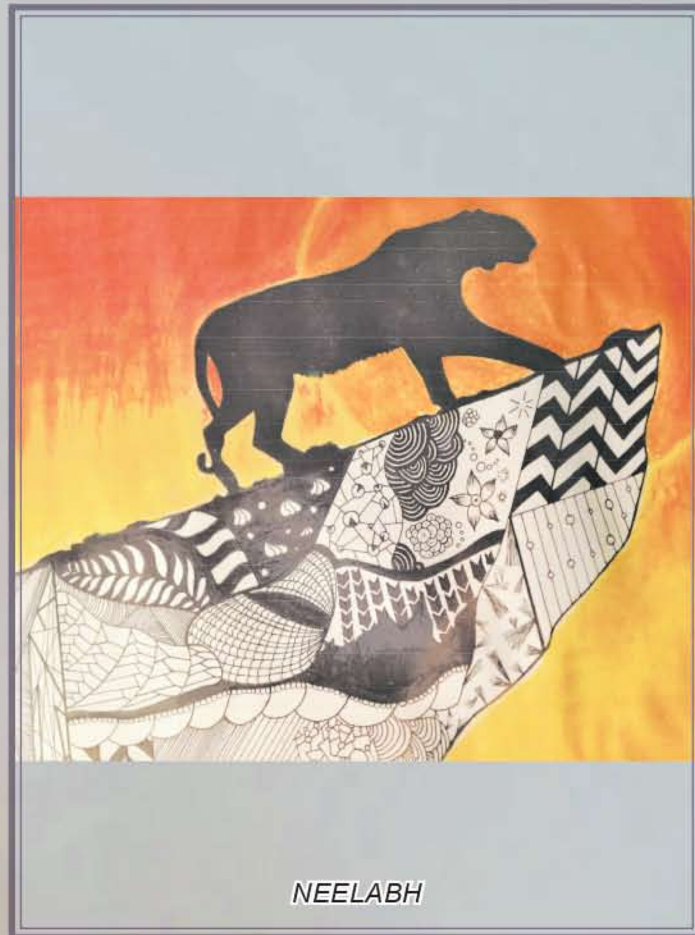

NEELABH

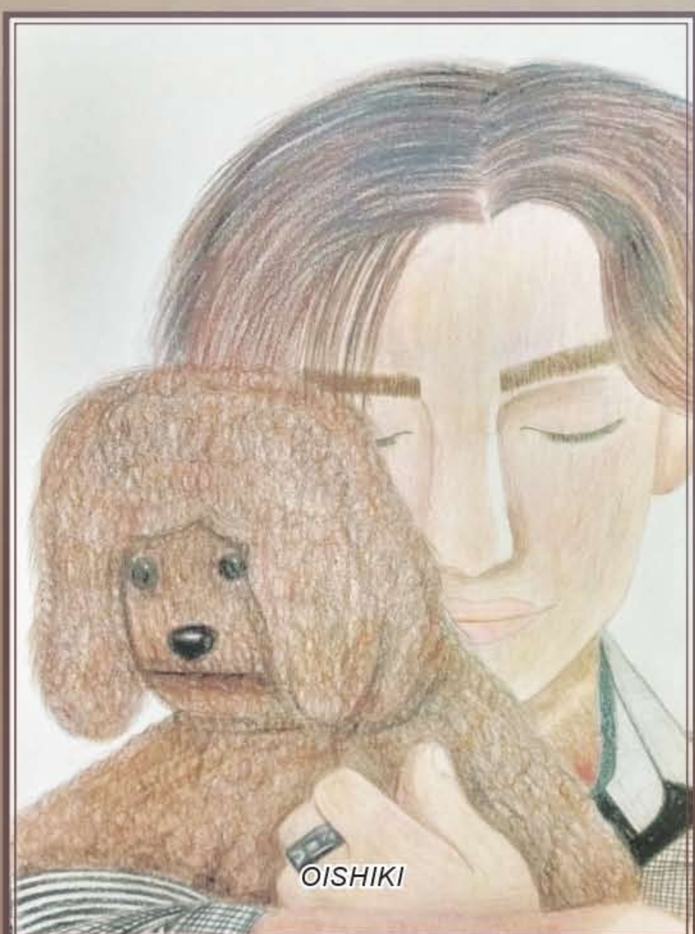

OISHIKI

SRISHTI

KRISHTI - Bengali Cultural Society of Edmonton

Members' List

Last Name	First Name	Address	City; Province	Postal Code	Phone Number
Appukuttan	Santosh & Haripriya	3939 Kennedy Cresecent	Edmonton; AB	T6W 1A5	(780) 758-1789
Bagchi	Satarupa	#208, 290 Plamondon Drive	Fort McMurray; AB	T9K 0A5	(780) 880-4121
Bairagi	Proshad Krishna	109 Silstone Place	Fort McMurray; AB	T9K 0W4	(780) 881-8644
Bali	Vinod & Sonia	3251 - 17B Avenue NW	Edmonton; AB	T6T 0P4	(780) 990-2587
Banerjee	Amit & Sanghmitra	947 Burrows Crescent	Edmonton; AB	T6R 2L3	(780) 486-6465
Banerjee	Nabarun & Sabari	9175 Edgebrook Drive	Calgary; AB	T3A 5T5	(780) 249-2502
Banerjee	Poulomi	3527 Clayton Crescent SW	Edmonton; AB	T6W 0Z6	(403) 596-1056
Banerjee	Rudra Prasanna	#208, 10820 - 78 Avenue NW	Edmonton; AB	T6E 1P8	(780) 200-0251
Banerjee	Sandeep & Urmidola Raye	#211, 3340 - 72 Avenue	Edmonton; AB	T9V 3R4	(780) 872-2562
Banik	Ashok	442 - 200 Richard Street	Fort McMurray; AB	T9H 5H6	(780) 880-0558
Bardhan	Nivedita & Himangshu Bhaumick	#1107, 99 Spruce Place SW	Calgary; AB	T3C 3X7	(647) 929-5496
Barot	Mehul & Dhruvi	5644 - 19 Avenue NW	Edmonton; AB	T6H 1T6	(780) 916-6561
Barua	Sudip & Samantha	#806, 5210 - 122 Street NW	Edmonton; AB	T6H 3S4	(780) 966-6007
Basu	Atanu & Urmila	1543 Cunningham Cape SW	Edmonton; AB	T6W 0Y3	(780) 448-1296
Basu	Kalyan & Basabi	3327 - 24 Avenue	Edmonton; AB	T6T 1Y6	(780) 463-8918
Basu	Somnath & Munmun	28 Auburn Bay Avenue SE	Calgary; AB	T3M 0K7	(403) 726-0977
Basuray	Hemanta & Sumita	#57, 603 Youville Drive East NW	Edmonton; AB	T6L 6V8	(780) 461-9612
Bhattacharjee	Sandhya	#210, 625 Leger Way NW	Edmonton; AB	T6R 0W4	(780) 988-8565
Bhattacharya	Amit	11323 University Avenue	Edmonton; AB	T6J 1Y8	(587) 501-8048
Bhattacharya	Apratim & Bratati	2036 Graydon Hill Crescent SW	Edmonton; AB	T6W 4C5	(780) 802-9065
Bhattacharya	Siddharta and Priyam	#710, 9918 - 101 Street NW	Edmonton; AB	T5K 2L1	(403) 671-0160
Bhattacharya	Sandip & Moumita	9504 - 212 Street	Edmonton; AB	T5T 4R3	(587) 335-9661
Bhattacharyya	Dipanjan & Debjani Chowdhury	5038 Andison Close SW	Edmonton; AB	T6W 3T4	(587) 926-3495
Bhattacherjee	Abhishek & Tanushree Ghosh	#302, 9911 - 85 Avenue	Edmonton; AB	T6E 2J7	(780) 862-1033
Bhaumik	Gautam & Madhuri Patra	1532 - 33B Street	Edmonton; AB	T6T 0X6	(780) 394-4601
Bhaumik	Suvomoy & Gargi	175 Killdeer Way	Fort McMurray; AB	T9K 0R1	(780) 790-0245
Bhowmick	Arun & Tanwi	635 - 177 Street SW	Edmonton; AB	T6W 2L7	(780) 439-8592
Bhowmick	Bipul & Smriti	124 Heron Place	Fort McMurray; AB	T9K 0P7	(587) 646-0397
Bhowmick	Snehasish & Sapna	#13, 313 Millennium Drive	Fort McMurray; AB	T9K 0M2	(306) 515-3603
Biswas	Partha & Purobi	287 Allard Blvd	Edmonton; AB	T6W 3H5	(587) 520-5623
Biswas	Piyali & Prabhu	522 - 173A Street SW	Edmonton; AB	T6W 2A5	(587) 521-2866
Biswas	Siddharta & Benazir Alam	#804, 8715 - 104 Street	Edmonton; AB	T6E 4G7	(778) 931-0786
Bose	Mohona & Sauparna PalChowdhury	810 - 10001 Bellamy Hill NW	Edmonton; AB	T5J 3B6	(604) 809-7967
Bose	Rajdeep & Nibedita	#10, 7289 South Terwillegar Drive	Edmonton; AB	T6R 0N5	(780) 249-2030
Bose	Robin & Tulu	#10, 264 J.W. Mann Drive	Fort McMurray; AB	T9H 5J5	(587) 574-8713
Chakraborty	Anirban & Roshni	107 Street, 83 Avenue	Edmonton; AB	T6E 2E4	(780) 729 8442
Chakraborty	Rayan & Subarnarekha	11228 - 87 Street NW	Edmonton; AB	T5B 3L6	(780) 690-2087
Chakravorty	Kartik & Banashri	#309, 13111 - 140 Avenue	Edmonton; AB	T6V 0B1	(204) 951-7497
Chakravorty	Samar	607 Cheritan Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2N3	(780) 430-1456
Chakravorty	Subrata	7307 May Common NW	Edmonton; AB	T6R 0V7	(587) 520-8585
Chanda	Subhadyuti & Anindita Nandi	#423, 151 Edwards Drive SW	Edmonton; AB	T6X 1N5	(780) 729-6992
Chatterjee	Sudin & Munia	544 Heritage Drive	Fort McMurray; AB	T9K 2W8	(587) 644-2557
Choubay	Ashim & Bandana	204C Sandpiper Road	Fort McMurray; AB	T9X 0V4	(416) 729-6580
Choudhury	Birendra & Ellora	11535 - 14 Avenue	Edmonton; AB	T6J 7A8	(780) 433-2486
Chowdhury	Anupan & Soma	#13, 7604 - 29 Avenue NW	Edmonton; AB	T6K 3Z2	(780) 465-2164
Chowdhury	Ashimabha & Shipra	6830 Speaker Vista	Edmonton; AB	T6R 0N9	(780) 432-4829
Chowdhury	Bappi	#104, 10715 - 84 Avenue NW	Edmonton; AB	T6E 2H8	(587) 357-3006

KRISHTI - Bengali Cultural Society of Edmonton

Members' List

Last Name	First Name	Address	City; Province	Postal Code	Phone Number
Chowdhury	Kishore & Sabita	611 Howatt Drive SW	Edmonton; AB	T6W 2T6	(780) 293-1513
Chowdhury	Saleheen Nazrana	3304 - 26 Avenue	Edmonton; AB	T6T 1P9	(780) 288-0817
Chowdhury	Ranjan & Runu	5620 Lancing Road	Richmond; BC	V7C 3A1	(780) 932-7265
Chowdhury	Ricky & Shana	5620 Lancing Road	Richmond; BC	V7C 3A1	(780) 953-2365
Chowdhury	Tapan & Nila	#610, 2504 - 109 Street NW	Edmonton; AB	T6J 2H3	(780) 238-1764
Das	Abhishek & Trina	#2416, 10020 - 103 Avenue, NW	Edmonton; AB	T5J 0G8	(587) 334-4899
Das	Aninda	9746 86 Avenue	Edmonton; AB	T6E 2L4	(780) 297-1650
Das	Atanu & Papia	#1205, 2914 - 109 Street NW	Edmonton; AB	T6J 7E8	(780) 437-8052
Das	Dayal &Debraj	11326 - 31A Avenue	Edmonton; AB	T6J 3T9	(780) 964-4665
Das	Indrajit & Pampa	169 Panatella Circle NW	Edmonton; AB	T3K 5Y2	(587) 436-8857
Das	Jayeeta & Andy	#410, 1238 Windermere Way SW	Edmonton; AB	T6W 2J3	(780) 905-2172
Das	Mrinal & Saswati	871 Blacklock Way SW	Edmonton; AB	T6W 1C4	(780) 435-7638
Das	Partha & Santa	1613 Wates Close SW	Edmonton; AB	T6W 0X5	(780) 995-6002
Das	Rajiv & Moushumi Indu	2308 Martell Lane NW	Edmonton; AB	T6R 0C8	(780) 757-5220
Das	Rony & Snighda Madhru	#803, 10615 - 47 Avenue NW	Edmonton; AB	T6H 0B2	(604) 838-2063
Das	Sohini & Shamik Bhattacharjee	2705 - 105A Street NW	Edmonton; AB	T6J 4A3	(780) 807 6622
Das	Shibashis	7910 - 110 Street NW	Edmonton; AB	T6G 1G4	(780) 709-4084
Das	Tonmoy & Sharmi	816 - 179 Street SW	Edmonton; AB	T6W 2S7	(780) 989-9191
Das	Subrata & Somdatta Biswas	8614 - 157 Street NW	Edmonton; AB	T5R 2A5	(780) 719-0312
Das	Susen & Simita Biswas	#208, 10620 - 42 Avenue NW	Edmonton; AB	T6J 2W6	(780) 886-1823
Das	Urmila & Monica	1865 - 104A Street NW	Edmonton; AB	T6J 5C1	(780) 438-9153
DasChoudhury	Jonmejoy & Odittee	912 - 177 Street SW	Edmonton; AB	T6W 2X2	(780) 862-6014
Dasgupta	Prabhakar & Ruby	1022 McKinney Green NW	Edmonton; AB	T6R 3S4	(780) 436-7739
Dasgupta	Sabuj	#2005, 11020 - 53 Avenue NW	Fort McMurray; AB	T6H 0S4	(250) 896-4659
Dasgupta	Sikha	#112, 155 Royal Road	Edmonton; AB	T6J 2E9	(780) 434-3099
Dasmohapatra	Dilip & Sanjukta	3444 - 110 Street NW	Edmonton; AB	T6J 2V7	(780) 436-7242
Datta	Ayan & Kasturi	17344 - 6 Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 2A7	(587) 523-1899
Datta	Sobhan & Shipra	6101 N Sheridan Road	Chicago; IL (USA)	60660	(773) 524-4952
De	Shubha & Alison Clifford	10514 - 139 Street NW	Edmonton; AB	T5N 2K7	(780)-991-2098
Deb	Pranab & Happy De	21 Mistysugar Trail	Vaughan; ON	L4J 8R5	(780) 399-5684
Debnath	Subrata & Champakali	#65, 313 Millennium Drive	Fort McMurray; AB	T9K 0M2	(780) 531-0075
Debnath	Uttam	#1202, 10020 - 103 Avenue NW	Edmonton; AB	T5J 0G8	(587) 568-2312
Debnath	Bimol	5410 - 47A Avenue	Wetaskiwin; AB	T9A 0L9	(403) 872-8677
Debnath	Rupak & Chitrita Roy	#2, 5024 - 50 Avenue	Redwater; AB	T0A 2W0	(780) 807-3351
Dey	Dipanjan	8523 - 106A Street NW	Edmonton; AB	T6E 4J8	(780) 863-8411
Dey	Aloke & Sumatee	122 Twin Brooks Cove	Edmonton; AB	T6J 6T1	(780) 761-6151
Dey	Prabir & Heera	2453 Hagen Way NW	Edmonton; AB	T6R 3L5	(780) 405-3157
Dey	Sreepati & Dipti	#402, 1350 Windermere Way SW	Edmonton; AB	T6W 2J3	(780) 217-2500
Dhar	Bipro & Bipasha Choudhury	9656 - 81 Avenue NW	Edmonton; AB	T6C 0X7	(587) 936-4570
Dhar	Dibyendu & Upasana Singh	#39, 215 Saddleback Road NW	Edmonton; AB	T6J 5T6	(587) 708-3159
Dhar	Mousum	#201, 9710 - 82 Avenue NW	Edmonton; AB	T6E 1Y5	(306) 850-1120
Dutta	Samrat & Taniya	1419 - 104 Street NW	Edmonton; AB	T6J 5T2	(780) 669-8577
Gazi	S. K. Timothy	9820 - 104 Street NW	Edmonton; AB	T5K 0Z1	(587) 785-2260
Ghosh	Mahua & Omar Rahman	11813 - 71A Avenue NW	Edmonton; AB	T6G 2W5	(780) 752-6190
Ghosh	Dipanjan & Proma	3574 Mclean Crescent SW	Edmonton; AB	T6W 1M4	(780) 342-6272
Ghosh	Subhadip & Mohua Podder	#32, 11111 - 26 Avenue NW	Edmonton; AB	T6J 5M7	(780) 665-4170
Ghosh	Shubhashis & Lovely	8649 Sloane Court NW	Edmonton; AB	T6R 0K9	(780) 988-0378

KRISHTI - Bengali Cultural Society of Edmonton

Members' List

Last Name	First Name	Address	City; Province	Postal Code	Phone Number
Ghosh	Shyam & Carol Ann	701 Revell Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2G1	(780) 430-1419
Ghosh	Soumya & Sukanya	217 Cybecker Blvd NW	Edmonton; AB	T5Y 3R8	(587) 336-3362
Giri	Abhishek & Tanima	10A, 17720 - 81 Avenue NW	Edmonton; AB	T5T 1M1	(587) 921-8396
Haider	Gazi	6034 Stanton Drive SW	Edmonton; AB	T6X 0H1	(587) 785-3179
Halder	Pradip & Tumpa	167 Killdeer Way	Fort McMurray; AB	T9K 0R1	(780) 370-2878
Halder	Probuddho & Nibedita	#203, 4604 - 106A Street NW	Edmonton; AB	T6H 5J1	(780) 860-7834
Halder	Rajkumar & Shanta Chakravorty	271 Killdeer Way	Fort McMurray; AB	T9K 0R3	(780) 804-1294
Hazra	Mohadeb & Anamika	27 Summer Court Road	Sherwood Park; AB	T8H 2V8	(587) 745-0803
Hossain	Md. Adil	#304, 2203 - 44 Avenue NW	Edmonton; AB	T6T 0T1	(780) 263-8887
Howlader	Sanjib & Soumi Sikder	3967 Ginsburg Crescent NW	Edmonton; AB	T5T 4V1	(780) 669-9346
Jena	Moni & Sunita Ghosh	852 - 112A Street	Edmonton; AB	T6J 6W2	(780) 634-8500
Jha	Apurva & Richa	7815 - 21 Avenue	Edmonton; AB	T6K 2K8	(780) 466-2475
Karmakar	Jaideep & Tania	#18, 193 O'Coffey Crescent	Fort McMurray; AB	T9K 0B7	(780) 790-0993
Khan	Jehangir & Shakila	504 Hunters Way NW	Edmonton; AB	T6R 2W1	(780) 970-8616
Kundu	Joy & Sutirna Pal	#313, 103 Ambleside Drive SE	Edmonton; AB	T6W 0J4	(587) 710-0954
Kundu	Joydeb & Juthika	1273 Daniels Crescent SW	Edmonton; AB	T6W 3J1	(780) 200-2226
Kunjar	Promode & Mala	225, 1008 Rosenthal Blvd NW	Edmonton; AB	T5T 7J4	(587) 597 1281
Laha	Dulal & Sneegdha	540 Leger Way	Edmonton; AB	T6R 3T5	(780) 432-0801
Maiti	Samarendra & Srabani	1828 - 104 Street NW	Edmonton; AB	T6J 5G7	(780) 463-5927
Maiti	Rajarshi & Somdatta	3416 - 110 Street NW	Edmonton; AB	T6J 2V7	(780) 752-9639
Maitra	Margaret	131 Osland Drive	Edmonton; AB	T6R 2A2	(780) 988-5825
Maitra	Samar & Purnima	1208 Haliburton Close	Edmonton; AB	T6R 2Z8	(780) 430-9111
Maity	Gour & Kalpana	#429, 5151 Windermere Blvd SW	Edmonton; AB	T6W 2K4	(780) 469-5450
Maity	Supriya & Matthew Ress	38, 51222 RR 260 Parkland County	Spruce Grove; AB	T7Y 1B1	(613) 292-3808
Maity	Susanta & Sarmistha	#35, 1033 Youville Drive West NW	Edmonton; AB	T6L 6V9	(780) 707-5023
Mahajan	Sorabh & Baidehi Pradhan	3850 Powell Wynd SW	Edmonton; AB	T6W 2V4	(403) 400-3005
Mahapatra	Shuvankar	320 - 100 Richard Street	Fort McMurray; AB	T9H 5H6	(403) 619-7715
Mani	Girindra & Shampa Paul	1428 Hodgson Way	Edmonton; AB	T6R 3P8	(780) 604-0277
Majumdar	Ajoy & Sarbani	8074 Shaske Drive	Edmonton; AB	T6R 3W1	(780) 432-0787
Majumdar	Jaydip & Ananya	#114, 2504 - 109 Street NW	Edmonton; AB	T6J 2H3	(403) 708-5687
Majumder	Madhurima	11134 - 72 Avenue NW	Edmonton; AB	T6G 0B2	(780) 221-2273
Majumder	Mukul	#504, 600 Rexdale Blvd	Toronto; ON	M9W 6T4	(647) 298-7258
Majumder	Nihar Ranjan & Kalyani Sutradhar	#215, 5610 - 11 Avenue	Edson; AB	T7E 1R1	(604) 209-7312
Mandal	Mrinal & Rupasri	1316 Adamson Drive SW	Edmonton; AB	T6W 2N8	(780) 437-3554
Mandal	Pradip & Ila	119 Pew Lane	Fort McMurray; AB	T9K 0A8	(780) 880-9419
Mondal	Prosanto & Krishna	412 - 16527 Stony Plain Road	Edmonton; AB	T5P 4E7	(780) 934-9195
Mishra	Abinash & Meena	1211 - 110A Street	Edmonton; AB	T6J 6N6	(780) 435-7103
Mistry	Dipesh	3103 - 89 Street NW	Edmonton; AB	T6K 2Z1	(780) 721-9833
Mitra	Arunava	10412 - 20 Avenue NW	Edmonton; AB	T6J 5A2	(780) 655-6376
Mukherjee	Debarsree	6830 Speaker Vista	Edmonton; AB	T6R 0N9	(780) 806-1851
Mukherjee	Subhro & Sikha	11445 - 14A Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 0N3	(780) 435-7083
Mukherjee	Sudip & Kakoli	#3, 193 O'Coffey Crescent	Fort McMurray; AB	T9K 0B7	(780) 881-4046
Naz	Samina	1928 Tomlinson Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2T5	(780) 964-5701
Pandey	Sushanta & Sikha	11404 - 15 Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 0Z8	(587) 634-3688
Paul	Ganesh & Rikta	3612 - 119 Street NW	Edmonton; AB	T6S 2X6	(780) 752-4441
Paul	Rahul & Arpita	#206, 243 Gregoire Drive	Fort McMurray; AB	T9H 4G7	(819) 329-5696
Paul	Simanta & Sarani	#3, 10548 - 83 Avenue NW	Edmonton; AB	T6E 2C9	(852) 993-9229

KRISHTI - Bengali Cultural Society of Edmonton

Members' List

Last Name	First Name	Address	City; Province	Postal Code	Phone Number
Paul	Rohit & Priyanka Das	#317, 16455 - 50 Street NW	Edmonton; AB	T5Y 0X3	(587) 937-5878
Parai	Sushil & Mira	23 Archer Drive	Red Deer; AB	T4R 2V1	(403) 989-1888
Quadery	Imran & Nazia Ahsan	7 High Ridge Crescent	Sherwood Park; AB	T8A 5E6	(403) 708-2621
Rahman	Ataur & Yasmin	1113 Carter Crest Road	Edmonton; AB	T6R 2N2	(780) 729-7325
Rahman	Kazi Sadiquar	14124 - 72 Street	Edmonton; AB	T5C 0R6	(780) 200-5563
Ray	Ashis & Sima	71, 10550 Ellerslie Road SW	Edmonton; AB	T6W 0T2	(780) 232-5113
Ray	Sumit	604 Burgess Close	Edmonton; AB	T6R 1Z7	(780) 991-6473
Ray	Suparna	604 Burgess Close	Edmonton; AB	T6R 1Z7	(780) 991-6473
Roy	Abhijit & Malobika Das	7720 Ellesmere Lane	Sherwood Park; AB	T8H 0P7	(780) 938-0570
Roy	Bimal & Chamali Das	1821 Rutherford Road SW	Edmonton; AB	T6W 0Z8	(825) 510-5114
Roy	Narendra & Shikha	2806 Terwillegar Wynd NW	Edmonton; AB	T6R 3R8	(780) 466-2113
Roy	Partha Pratim & Kohinoor Dev	7239 - 190A Street NW	Edmonton; AB	T5T 5S9	(587) 372-8857
Roy	Prabal & Sheuly	127 Killdeer Way	Fort McMurray; AB	T9K 0P8	(780) 215-6393
Roy	Saktinil & Tania	52 Desmarais Crescent	St. Albert; AB	T8N 5Y7	(780) 669-9579
Roy	Sankha & Tapasi	15804 - 13 Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 2N5	(780) 431-9213
Roy	Sourav	1022 - 70 Avenue NW	Edmonton; AB	T6H 2G5	(587) 224-9899
RoyChowdhury	Komolendhu & Toposree	1415 - 158 Street SW	Edmonton; AB	T6W 3E6	(587) 521-7855
RoyChowdhury	Rajib	128 Sandpiper Road	Fort McMurray; AB	T9K 0L9	(587) 645-9977
RoyChowdhury	Kaustuv	457 Hunters Green NW	Edmonton; AB	T6R 3C3	(780) 271-1067
Rozario	Sanjoy & Rupa	#29, 1033 Youville Drive NW	Edmonton; AB	T6L 6V9	(780) 297-4022
Saha	Amit	#202, 3915 - 107 Street NW	Edmonton; AB	T6J 2N7	(587) 645-9977
Saha	Ananda & Milasree	1804 Adamson Point	Edmonton; AB	T6W 2N7	(780) 433-9584
Saha	Anirban & Malabika Das	#803, 10615 - 47 Avenue	Edmonton; AB	T6H 0B2	(587) 921-8069
Saha	Aniruddha & Suma	#109, 12025 - 25 Avenue	Edmonton; AB	T6J 4G6	(587) 707-7394
Saha	Arunangsu & Hemlata Pandey	1617 Davidson Green SW	Edmonton; AB	T6W 3H9	(780) 756-7836
Saha	Bishwanath & Mithila	11606 - 18A Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 2E5	(780) 705-2795
Saha	Samiran & Soumi	#608, 8535 Clearwater Drive	Fort McMurray; AB	T9H 0B7	(780) 804-3550
Samanta	Malay & Bishnupriya	15848 - 13 Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 2N5	(780) 439-1505
Sarkar	Partha & Ratna	1019 Blackburn Close	Edmonton; AB	T6W 1C3	(780) 435-6883
Sarkar	Ashish & Tripti	1830 Town Center Blvd	Edmonton; AB	T6R 3B7	(780) 243-3103
Sarkar	Sudipta & Sathi Saha	744 Lauber Crescent	Edmonton; AB	T6R 3J8	(780) 619-3088
Sarkar	Shubhra	755 Burton Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2J3	(780) 437-9822
Sarkar	Subol & Sharmistha	120 Heron Place	Fort McMurray; AB	T9K 0P7	(780) 748-4723
Sarker	Pijush & Rachana	908 Lamb Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2X8	(780) 988-8766
Sasmal	Uttara	438 Twin Brooks Crescent	Edmonton; AB	T6J 6W7	(780) 434-5882
Sen	Anjan & Smriti Bose	4223 Terwillegar Vista NW	Edmonton; AB	T6R 2Y7	(780) 435-9435
Sen	Joy	1428 Hodgson Way	Edmonton; AB	T6R 3P8	(780) 708-7244
Sen	Pintu & Trina Roy	#906, 50 Brentwood Common NW	Calgary; AB	T2L 2M4	(780) 881-8833
Sewalt	Labonneau & Chris	#411, 2903 Rabbit Hill Road	Edmonton; AB	T6R 3A3	(780) 409-8453
Shahoo	Nirmal & Mita	45 Allsop Drive	Red Deer; AB	T4R 2V2	(403) 340-0244
Sharma	Suvra	9424 - 174 Street NW	Edmonton; AB	T5T 3C7	(780) 489-0553
Sikder	Rajib & Santa	8657 Sloane Court NW	Edmonton; AB	T6R 0K9	(780) 394-6038
Singha	Sudip & Hena	10219 - 162 Street NW	Edmonton; AB	T5P 3L8	(780) 729-1315
Swatiprabha	Aneeka	7305 - 112 Avenue NW	Edmonton; AB	T5B 0E2	(780) 722-5012
Talukdar	Chandan & Baishakhi	171 Mayfair Mews	Edmonton; AB	T5E 5R7	(780) 289-3870
Upadhyay	Sanjay & Moumita	1353 Cunningham Drive SW	Edmonton; AB	T6W 2R6	(780) 884-2381
Velayutham	Manohar & Munmun	435 Windermere Road NW	Edmonton; AB	T6W 0T3	(780) 431-0262

WALL OF DONORS

Anamika & Mahadeb

Bipasha & Bipro

Bishnupriya & Malay

Carol & Shyam

Deepti & Sreepati

Ellora & Biren

Gargi & Suvomoy

Happy & Pranab

Hemlata & Arunangsu

Hena & Sudip

Kakoli & Sudip

Kalpana & Gour

Kalyani & Nihar

Lovely & Shubhashis

WALL OF DONORS

Mallika & Pranabendra

Malobika & Abhijit

Meena & Abinash

Milasree & Ananda

Mitali & Prabhakar

Mohua & Subhadip

Moumita & Sanjay

Moushumi & Rajiv

Munia & Sudin

Munmun & Manohar

Nila & Tapan

Odittee & Jonmejoy

Proma & Dipanjan

Purnima & Samar

WALL OF DONORS

Ratna & Partha

Runu & Ranjan

Rupasri & Mrinal

Sabari & Nabarun

Samar & Ramendra

Sanghmitra & Amit

Santa & Rajib

Shana & Ricky

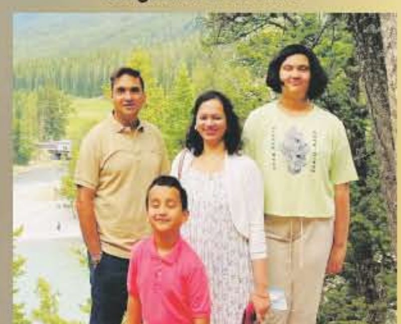
Sharmi & Tanmoy

Sharmistha & Subol

Shikha & Naren

Shikha & Sushanta

Shipra & Tapash

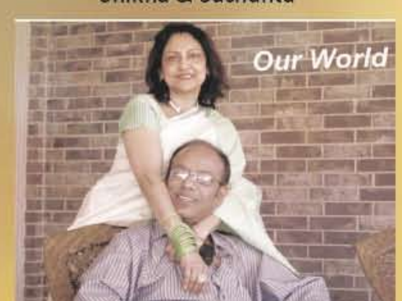

Sima & Ashis

WALL OF DONORS

Smriti & Bipul

Sneegdha & Dulal

Somdatta & Subrata

Soumi & Sanjib

Srabani & Samarendra

Suma & Aniruddha

Sunita & Moni

Tania & Saktinil

Taniya & Samrat

Tanwi & Arun

Tapasi & Sankha

Toposree & Komol

Tripti & Ashis

Yasmin & Ataur

Celebrating 25 Years Servicing our Community!

NORDIC

MANAGING BUILDING SYSTEMS

Commercial HVAC Maintenance

Building Upgrades

Building Automation

Security Systems

Pipe Repair & Restoration

Lighting

Nordic is an established expert in the mechanical industry making buildings work. We are proud of our team and our level of expertise as we continue to grow and evolve with our clients, partners and community, providing single source solution capabilities with complete building system solutions.

Nordic Mechanical Services Ltd.
NordicSystems.ca

780.469.7799

turn
key
REAL ESTATE GROUP

RICKY CHOWDHURY
780 953 2365

We are your full service real estate partners helping you buy, sell and manage your real estate investments. We promise honesty, integrity and results that move you.

BUYING
SELLING
MANAGING

EDMONTON
CENTURY 21.
All Stars Realty Ltd.

VANCOUVER
CENTURY 21.
In Town Realty

Address
312 Saddleback Rd NW,
Edmonton, AB T6J 4R7

Email Us
ricky@turnkey.today

turnkey.today